NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে অভিষেক ৬

কলকাতা ৩ মে ২০২৪ ২০ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.5.2024, Vol.17, Issue No. 320, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগ তুললেন এক মহিলা। নিজেকে রাজভবনের অস্থায়ী কর্মচারী বলে দাবি করে ওই মহিলা বৃহস্পতিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় যান। যদিও এ নিয়ে পুলিশের তরফে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। রাতে রাজভবনের তরফে রাজ্যপালকে উদ্ধৃত করে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যাতে রাজ্যপাল বলেছেন, 'সত্যের জয় হবেই। এধরনের অভিযোগে আমি ভীত নই। কেউ যদি নির্বাচনী সুবিধা পেতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চান, তাহলে ভগবান তাঁর মঙ্গল করুণ। কিন্তু তাঁরা কোনওভাবেই বাংলায় ঘটে চলা দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে আমার লড়াই থামাতে পারবে না।'

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সন্দেশখালির জমি মামলায় সিবিআইকে সাহায্যের নির্দেশ কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির জমি মামলায় সিবিআই-কে সাহায্য করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এ শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের। সিবিআই আদালতে অভিযোগ করে রাজ্যের তরফ থেকে সেভাবে সাহায্য মিলছে না। বৃহস্পতিবার সিবিআই-এর তরফে সিলড কভারে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। সেই রিপোর্ট পড়েন প্রধান বিচারপতি। যদিও রিপোর্ট গোপন রাখার আবেদন করা হয়। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এলাকায় আলোর ব্যবস্থা তো হয়েছে, কিন্তু সিসিটিভির কী হল। এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'জমির রেকর্ড নিয়ে একটা অভিযোগ এসেছে। সিবিআই-এর বক্তব্য রাজ্যের সহযোগিতা মিলছে না। এটা একটি গোপন রিপোর্ট। রাজ্য সহযোগিতা করবে এটা আদালত আশা করছে।'

পদ হারানোর পর প্রচার তালিকা থেকে বাদ কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ থেকে অপসারণের পর এবার তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকে বাদ গেল কুণাল ঘোষের নাম। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের তরফ থেকে পঞ্চম দফার তালিকায় ৪০ জন তারকা প্রচারকের নাম সামনে আনা হয়। সেখানে নেই কুণাল ঘোষের নাম। প্রসঙ্গত, বুধবারই কুণালকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। এই অপসারণের পর বৃহস্পতিবার সামনে আসে দলের স্টার ক্যাম্পেনারদের তালিকা। যেখানে নাম রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ৪০ জন হেভিওয়েটের। গোটা ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। ওইদিন একটি রক্তদান শিবিরে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কুণালের। সেখানে 'জনপ্রতিনিধি' হিসেবে তাপসের ঢালাও প্রশংসা করতে শোনা যায় কুণালকে। আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই তোলপাড় হয় বঙ্গ রাজনীতি। প্রথমে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কুণালকে। পরে তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকাকেও তাঁর নাম রাখা হয়নি।

প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের ফল, প্রথম দশে জেলার জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল ২০২৪-এর মাধ্যমিক ফলাফল। এ বার ৮০ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি বছর লোকসভা নির্বাচনের কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি। শেষ হয় ১২ ফেব্রুয়ারি।

পরীক্ষার ৮০ দিনের মাথায় আজ ফলপ্রকাশ করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এবারের মাধ্যমিকে পাশের হার বেড়ে হয়েছে ৮৬.৩১ শতাংশ। গতবছর এই হার ছিল ৮৬.১৫ শতাংশ। প্রথম দশে রয়েছে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে রয়েছে ৪৫ জন ছাত্র এবং ১২ জন ছাত্রী।

৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে কোচবিহারের রামভোলা হাই স্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড় সেন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সাম্যপ্রিয় গুরু। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২ অর্থাৎ ৯৮.৯৬ শতাংশ। ৬৯১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে ৩ জন পরীক্ষার্থী। এরা হলেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট হাইস্কুলের উদয়ন প্রসাদ, বীরভূমের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের পুষ্পিতা বাঁশুরি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নৈঋতরঞ্জন পাল। ৩ জনই ৯৮.৭১ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। চতুর্থ স্থানে রয়েছে হুগলির কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপস স্কুলের ছাত্র তপোজ্যোতি মণ্ডল। প্রাপ্ত নম্বর ৯৮. ৫৭ শতাংশ। পঞ্চম স্থানে রয়েছে পূর্ব বর্ধমানের পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাই স্কুলের ছাত্র অর্ঘ্যদীপ বসাক। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯ (৯৮.৪৩ শতাংশ)। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে চার জন পরীক্ষার্থী। সপ্তম স্থানে রয়েছে সাত জন পরীক্ষার্থী। অষ্টম স্থানে রয়েছে চার জন পরীক্ষার্থী। নবম স্থানে রয়েছে সাত জন পরীক্ষার্থী। এবং দশম স্থানে রয়েছে ১৫ জন পরীক্ষার্থী।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোট ৯,১০,৫৯৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে, এর মধ্যে ৪,০৩,৯০০ ছাত্র এবং ৫,০৮,৬৯৮ ছাত্রী। চলতি বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৭,৬৫,২৫২ জন। এ বছরের পরীক্ষায় ৭টি কম্পালসরি বিষয় এবং ৪৭টি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। পাশের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৬.৩১ শতাংশ। ২০২৩-এ এই হার ছিল ৮৬.১৫ শতাংশ।

আগামী বছরের পরীক্ষা প্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি জানান, ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই পরীক্ষা শুরু হবে। খুব শিগগিরই আগামী বছরের পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে একাধিক ছুটি থাকায় সবকিছু বিবেচনা করে পরীক্ষার সূচি তৈরি করা হবে।

৩য় দফার আগে আজ ফের বঙ্গে ভোটপ্রচারে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের বঙ্গে প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় পৌঁছন তিনি। এরপর আজ তিনটি জনসভা রয়েছে তাঁর। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান পূর্ব, বোলপুরে জনসভা করবেন। মোদির সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ তিনি রাজভবন থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে পৌঁছবেন রেস কোর্সের হেলিপ্যাডে। সেখান থেকে এমআই-১৭ হেলিকপ্টারে উড়ে যাবেন বর্ধমানের উদ্দেশে। বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাঁই কমপ্লেক্সে তাঁর সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে মোদির সভা হওয়ার কথা। বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীমকুমার সরকারের সমর্থনে প্রচার করবেন তিনি। দুই প্রার্থীরই সভায় উপস্থিত থাকার কথা।

বর্ধমানের সভা শেষ করে সেখান থেকে আবার হেলিকপ্টারে মোদি উড়ে যাবেন কৃষ্ণনগরের উদ্দেশে। বেলা পৌনে ১টা থেকে সেখানে তাঁর সভা হওয়ার কথা। সভার আয়োজন করা হয়েছে শ্যামনগর ফুটবল মাঠে। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী তথা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সদস্য অমৃতা রায় এবং রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে প্রচার করবেন মোদি। দুই প্রার্থী সভায় থাকবেন বলে খবর। বৃহস্পতিবারই সেখান থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরত্বে তেহট্টের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়ামে জনসভা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের সভা শেষ করে মোদির যাওয়ার কথা বোলপুরে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ সেখানে আমোদপুরের মেলার মাঠে তাঁর সভা রয়েছে। মঞ্চে থাকবেন বোলপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা এবং বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য। ৩টে ১০ মিনিটের মধ্যে এই সভা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। বাংলায় প্রচার শেষ করে মোদি এরপর উড়ে যাবেন ঝাড়খণ্ডে। সিংভূমে আরও একটি সভা করবেন তিনি। অর্থাৎ, এক দিনে মোট চারটি সভা করার কথা রয়েছে তাঁর।

প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে সফরকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবারের পর আজ নির্দিষ্ট সময়ে শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কয়েকটি রাস্তাও বন্ধ থাকবে।

রবিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ দক্ষিণে সর্বত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবারের পর থেকে ৫ মে অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এ বার ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে পারে। আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। ৬ মে, অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে ৮ মে, বুধবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমানে। সেখানে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। বাকি জেলার কিছু অংশে শুক্রবারও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। শনিবার বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমানের কিছু অংশে চলতে পারে তীব্র তাপপ্রবাহ। ওই জেলাগুলির বাকি অংশে তাপপ্রবাহ চলতে পারে। রবিবারও দক্ষিণের প্রায় সব জেলাতেই তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সেই সঙ্গে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

আইএএস ও আইপিএসদের বিজেপির হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে!

তেহট্টে মহুয়ার সমর্থনে প্রচারে গিয়ে অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের বিভিন্ন আইএএস, আইপিএস অফিসারদের ফোন করে বিজেপির হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তেহট্টের সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, তিনি নিজের সূত্র মারফত এই খবর পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, কারা আইএএস, আইপিএসদের ফোন করছেন, তা-ও জানিয়েছেন মমতা।

বৃহস্পতিবার নদিয়ার তেহট্টের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়াম থেকে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে প্রচার করেন মমতা। সেখান থেকেই তিনি আমলা এবং পুলিশের শীর্ষকর্তাদের ফোন করে বিজেপির হয়ে কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, আমলা এবং পুলিশকর্তাদের যাঁর যে রাজ্যে বাড়ি, সেখানকার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের দিয়ে বাড়িতে ফোন করানো হচ্ছে। মমতা বলেন, 'আমি জানি, আইএএস, আইপিএস অফিসারদের, যাঁর যে রাজ্যে বাড়ি, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের দিয়ে ফোন করানো হচ্ছে। বলানো হচ্ছে, বিজেপির পক্ষে যেন কাজটা তাঁরা করেন।'

তবে কে বা কারা এই খবর তাঁকে দিলেন, 'গোপন সূত্রের' উৎস কী, তা স্পষ্ট করে বলতে চাননি মমতা। তিনি বলেন, 'এটা আমাকে কেউ বলেনি। আমি আমার নিজের সোর্স থেকে জেনেছি। কোনও আইএএস বা আইপিএস আমাকে এটা বলেননি। খবর আমার কানে এসেছে।' উল্লেখ্য, আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকেরা প্রশাসনের অঙ্গ। কোনও দলের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকে না। তাঁরা প্রশাসন পরিচালনা করেন। মমতার অভিযোগ, প্রশাসনের সেই আধিকারিকদেরই ভোটের সময়ে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি।

লোকসভা ভোটের প্রথম দুই দফায় ভোট শতাংশের হার বেড়ে যাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ভাবতে পারছেন! ভোটের দিন লোকে জানাল এত ভোট পড়েছে। কিছু দিন পরে সেই হিসাব বদলে গেল! কমিশন বলল, আরও ছয় শতাংশ ভোট বেশি পড়েছে। কী করে ভোটের হার এ ভাবে বেড়ে যায়?' উল্লেখ্য, প্রথম দুই দফার ভোটগ্রহণের পর কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছিল, কোথায় কত শতাংশ ভোট পড়েছে। পরে কমিশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, আরও ছয় শতাংশ ভোট বেশি পড়েছে। এর পরেই আচমকা এই ভোটবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর সন্দেহ, যে যে কেন্দ্রে বিজেপি কম ভোট পেয়েছে, সেখানে রাতের অন্ধকারে বদলে দেওয়া হচ্ছে ইভিএম। এ নিয়ে দেশের অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকেও সতর্ক হতে বলেছেন তিনি।

'বাঘের বাচ্চার মতো লড়ছে মহুয়া'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহুয়া মৈত্রর 'লড়াকু' মানসিকতার প্রশংসা করলেন মমতা। তোপ দাগলেন মোদির বিরুদ্ধে। বললেন, 'কাল আবার মিথ্যা বলতে আসছেন মহুয়ার এখানে। কারণ, মহুয়াকে নিয়ে ওঁদের খুব জ্বালা। মহুয়া যে মুখের উপর কথা বলে দেয়। ভয় পায় না। মহুয়া বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে। ও সবাইকে বলে দিয়েছিল দেশে কী চলছে। তাতে কী রাগ। আসলে কেঁচো খুঁড়তে গেলে তো দিল্লির নেতাদের সাপ বেরিয়ে যাবে।' মহুয়ার সাংসদ পদ বাতিল প্রসঙ্গেও একহাত নেন মমতা। তাঁর তোপ, 'মহুয়াকে ভয় পায় বলে ওকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পার্লামেন্ট থেকে তাড়ালেও মানুষের মন থেকে তাড়াতে পারেনি। আপনারা আবার ভোট দিয়ে ওকে জেতান। ও আবার সংসদে আপনাদের হয়ে লড়বে।'

মুর্শিদাবাদের ফলাফল বদলে দিতে পারেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

শুভাশিস বিশ্বাস

তৃতীয় দফায় রাজ্যের যে চারটি কেন্দ্রে ভোট, তার প্রত্যেকটিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা একটা বড় ফ্যাক্টর। রাজ্যে সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহেই সিংহভাগ। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনাও রয়েছে। ভোট এলেই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তা শুরু হয় রাজনৈতিক দলগুলির। প্রত্যেকটি দলই জানে, এই অংশটা একটা কেন্দ্রের ফলাফলের মেরু বদলে দিতে পারে। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, ৪০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যের খাতায় নথিভুক্ত। সংখ্যাটা আসলে আরও বেশি। যেমন মুর্শিদাবাদেই সাড়ে ছ'লক্ষ এমন শ্রমিক খাতায়-কলমে রয়েছেন। নথিভুক্তির অপেক্ষায় আছেন আরও আড়াই লক্ষ। যার মধ্যে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু। আর এই

ভোটব্যাংক তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানের তুরুপের তাস।

২০২৪-এ মুর্শিদাবাদ লোকসভায় বাম ও কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে ভোটে লড়াই করছেন মহম্মদ সেলিম, অন্যদিকে ঘাস ফুল প্রতীক চিহ্নে লড়াই করছেন বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান। আর পদ্ম শিবির আস্থা রেখেছে বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের ওপরে। পদ্ম প্রতীক প্রার্থী বছর একান্নর গৌরীশঙ্কর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে দুগ্ধ-সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসা রয়েছে তাঁর। ২০২১-এর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী শাওনি সিংহ রায়কে তিনি ২ হাজার ৪৯১ ভোটে হারান। এরপর ২০২৪-এ তাঁকেই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করে বিজেপি। এদিকে গৌরীশঙ্করের দাবি, 'গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে আমরা দ্বিতীয় ছিলাম। এবার প্রথম হব।' এদিকে মুর্শিদাবাদের এবারের রাজনৈতিক পটচিত্র বলছে এতো সহজে জয় পাবেন না গৌরীশঙ্কর।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

Follow us @

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফার
3rd May to 12th May, 2024

₹200 OFF প্রতি গ্রাম সোনার গহনার উপর
20%* DISCOUNT সোনার গহনার মজুরীর উপর
10%* DISCOUNT হীরার গহনার দামে

- পুরানো গহনা বদলে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা কিনুন
- পুরানো হলমার্কযুক্ত সোনার গহনায় কোন বাদ দেওয়া হয় না

দুলাল চন্দ্র সেন জুয়েলার্স

৩১, জি. টি. রোড (সাউথ), দুলাল সেন মার্কেট, হাওড়া ময়দান,হাওড়া - ৭১১ ১০১
ফোন - ২৬৪১ ৪২৬২/ ৭০৪৪৪ ৮৯৫৯২

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashoke Kumar Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Basant Kumar Paul ও B. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৬৬ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar De S/o. Late Gurudas De ও Arun Kumar Dey S/o. G. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩২০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaji Firoj Rahaman (old name) S/o. Abul Kasem Kaji R/o. Musalmanpara, Chopa, Gurap, Hooghly-712308, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kaji Feroz Rahaman (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Kaji Firoj Rahaman & Kaji Feroz Rahaman S/o. Abul Kasem Kaji উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Kaji Hasan.

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩২০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mamataj Bibi (old name) W/o. Kaji Feroz Rahaman R/o. Musalmanpara, Chopa, Gurap, Hooghly-712308, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mamtaj Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Mamataj Bibi & Mamtaj Bibi W/o. Kaji Feroz Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Kaji Hasan.

CHANGE OF NAME

আমি Ananya Ganguly পিতা Anil Ganguly এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে গত 29/04/2024 তারিখে Ld. Metropolitan Magistrate, 1st Class at Kolkata কোর্টের এফিডেভিট নং 2910 দ্বারা Ananya Ganguly, Ananya Mondal, Ananya Ganguly এবং Mamoni Mondal বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি HOSNEARA JAMAL স্বামী SYED JAMALUDDIN ঠিকানা- মিয়াবাজার, তালপুকুর বস্তি, পোষ্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ. গত ২১।১২।২০২৩ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (মেদিনীপুর সদর) এর এফিডেভিট (৪০৮৬)বলে নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে HOSNEARA KHATUN নামে পরিচিত হলাম. HOSNEARA JAMAL এবং HOSNEARA KHATUN উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮১৯ নং এফিডেভিট বলে Pradyot Kumar Maji S/o. Kashinath Maji ও Pradyat Kr. Maji S/o. K. N. Maji সাং পুড়শুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি SYEDA NUJHATARA JAMAL পিতা SYED JAMALUDDIN ঠিকানা- মিয়াবাজার, তালপুকুর বস্তি, পোষ্ট-মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ. গত ২৭।০৭।২০২৩ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (মেদিনীপুর সদর) এর এফিডেভিট (২০৪৯) বলে নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে NUZHAT ARA JAMAL নামে পরিচিত হলাম. SYEDA NUJHATARA JAMAL এবং NUZHAT ARA JAMAL উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম

নাম-পদবী

আমি Mapila Bibi @ Manila Bibi, স্বামী- জহির মন্ডল, সাং বাগদিয়া, পোঃ- বড়জিয়াকুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমার ০৬৮ নং ভালুকা মৌজায় খতিয়ান নং ৯৯৩২, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার জমির রেকর্ডে ও দলিল নং ৯১০৭ তাং ২৭.১০.২০০৮-তে আমার নাম Mapila Bibi হইয়াছে এবং আমার ভোটার কার্ডে নং XLL0038042 নাম Manila Bibi হইয়াছে। ৩০.০৪.২০২৪ তারিখের আলিপুর, কোলকাতার ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের সিরিয়াল নং ৯৬৪৫ এফিডেভিট বলে Mapila Bibi ও Manila Bibi একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩মে । ২০শে বৈশাখ শুক্র বার, দশমী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের। জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ দুর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে Dilip Das S/o. Lakshminarayan Das ও Dilip Kr. Das S/o. L. N. Das সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৫৩ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Das S/o. Kebal Chandra Das ও Tapan Kr. Das, Tapan Das S/o. B. B. Das, Kabol Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৭৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Panja ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nityananda Panja ও Lt. N. N. Panja, Nityananda Pajan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮০২ নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Mondal S/o. Sudhir Chandra Mondal ও Pranab Kr. Mandal S/o. S. C. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৮ নং এফিডেভিট বলে Subhas Saha S/o. Narendra Nath Saha ও Subash Saha S/o. Lt. N. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সোমা দাস। স্বামী হরি দাস। গ্রাম-পূর্বাশা পাক (মাস্টার কলোনি), পোস্ট অফিস ও থানা- গোবরডাঙা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। নোটারি পাবলিক বারাসত আদালতের এফিডেফিট বলে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তে আমার পাসপোর্ট ও মারেজ সার্টিফিকেট সহ সমস্ত সরকারি নথিতে সোমা দাস ও সোমা দাস ভৌমিক এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Devraj Chatterjee previously called Devraj Chakraborty, Residing at 504/4 Brahmapur Road, Kolkata - 700096. Henceforth I shall be known as Devraj Chatterjee for all purposes, by affidavit before Judicial Magistrate 1st Class Alipore on 03/04/2024. Devraj Chatterjee and Devraj Chakraborty is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি টিংকি সাহা স্বাঃ- শ্রী রাজু সাহা ইং- ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে ২০৯২৩৫ আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ২০ নং নবদ্বীপ মৌজায় ৪৫৮৪ নং দাগে ৭২০,৩,৫৮৪,৪৭৮৭, ৫৬৯৩,১৩৪৬৪ নং খতিয়ানে ২.২৫ শতক সম্পত্তি ইং ১১/৪/২০২২ তারিখে ১৩০৮ নং দলিল ক্রয় করি এবং B.L. & L.R.O. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি। উক্ত পাওয়ার বা দাগের কোনো কারো আপত্তি থাকিলে B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

CHANGE OF NAME

We Sanjib Chowdhury and Dipannita Das declares that Rushika Chowdhury is our daughter where name is inadvertently recorded as "Dipannita Das" in place of her original name "Rushika Chowdhury" in her birth certificate having certificate number B/2023/1287725 dated 9/11/23 Affidavit sworn on- Before Metropliton Magistrate Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমরা সুখেন গোস্বামী ও অনাদি গোস্বামী পিতা- সুঁরেন্দ্র কুমার গোস্বামী সাং- গ্রাম ও পোঃ- সোমড়া, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী নিম্নলিখিত তপশীল সম্পত্তির বর্তমান মালিক হইতেছি। উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ দায় এবং নির্দোষ অবস্থায় আছে যাহা কোথাও দান, বিক্রয়, মর্টগেজ ও উক্ত সম্পত্তি দেখাইয়া কোনোরূপ বায়না বা চুক্তিপত্র করা নাই। উক্ত সম্পত্তি যথাযথ মূল্য পূর্বক বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় এর ব্যাপারে যদি কারোর কোনোরূপ ওজোর আপত্তি থাকে এবং কাহারো যদি কোনো বায়নানামা থাকে বা খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনুযায়ী যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি যাহা আমাদের বাবার খরিদ করা ৩৩ শতক শালি জমি, দলিল নং ১৯৮৪/১৯৮২, তন্মধ্যে আমাদের ৩/২ অংশ ২২ শতক যাহা আমরা বিক্রয় করিয়া দিব।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়

জেলা- হুগলী, থানা- বলাগড়, মৌজা - সোমড়াস্থিত R.S Dag No. 747, L.R Dag No.- 1015 জমির পরিমাণ ৩৩ শতক।

সুখেন গোস্বামী ও অনাদি গোস্বামী

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that my client Smt. Bina Sharma, wife of Sri Sudhir Kumar Sharma residing at present Ghoshpara Road, Ashokenagar, Ichapore, Ichapore, P.O. Ichapore Nawabganj, P.S. Noapara, Dist. North 24-Parganas, West Bengal have purchased a property which is lying and situated at Dist. North 24-Parganas, P.S. Jagaddal, A.D.S. R.O. Naihati, which is under Mouza - Kowgachi, J.L. no. 20, Khatian No. L.R. 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876 and 6877, R.S. Dag No. 305, L.R. Dag No. 1121, area of land more or less 2.58 satak or 01 cottah 09 chataks or 1125 sq.ft. being Plot No. 7D, which my client has purchased from Sri Sailendra Nath Ghosh, Sri Rabindra Nath Ghosh, Smt. Doly Ghosh alias Doly Rani Ghosh, Smt. Bharati Ghosh, Smt. Krishna Ghosh, Smt. Manju Ghosh, Smt. Tapati Ghosh and Smt. Manu Ghosh all are of Kowgachi, P.O. Shyamnagar, P.S. Jagaddal, Dist. North 24-Parganas, West Bengal, and they have executed a General Power of Attorney being no. 8287/2022 dt. 27/07/2022 in favour of (1) Sri Subhankar Mondal and (2) Smt. Moumita Paul (Mondal) both son and daughter of Sri Haru Mandal, both are of P.O. and Vill. Madral, P.S. Jagaddal, Dist. North 24-Parganas, West Bengal. And the Attorney holder has executed a Deed of Sale in favour of my above -named Client Smt. Bina Sharma. That if any body has any objection regarding the same then he/they will intimate the same to my said client within 07(seven) days after publishing the same in a News Paper.

Sd/-
Mrinmoy Majumder (Advocate)
Barrackpur Court
North 24 Pgs.
Mb: 8013614518

নাম-পদবী

আমি তারিক আজিজ মোল্যা, পিতা- আব্দুল হক মোল্যা, গ্রাম- মালিয়াড়ী, পোঃ- ধুতুরদহ, থানা- মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫, পশ্চিমবঙ্গ, আমার WBBSE এর মাধ্যমিক এডমিট কার্ড সহ সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাগজ পত্রে অজ্ঞাত বসত "তারিক আজিজ" হইয়াছিল কিন্তু আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ডে নাম ছিল "তারিক আজিজ মোল্যা"। আমি ০২-০৫-২০২৪ তারিক হইতে নোটারী পাবলিক, বারাসাত কোর্টের অধীনে (SL. No. 1053) হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করিতেছি তারিক আজিজ ও তারিক আজিজ মোল্যা একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচীতি লাভ করিলাম। ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি উমা সাধুখাঁ, স্বাঃ- গৌতম সাধুখাঁ ইং- ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে ৯৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ২০ নং নবদ্বীপ মৌজায় ৪৫৮৪ নং দাগে ৭২০, ৩,৪৭৮৭,৫৮৪,৯৬৯৩, ১৩৪৬৪ নং খতিয়ানে ২.৭০ শতক সম্পত্তি ইং- ১৭/১০/২০২২ তারিখে ৩৫০৩ নং দলিল ক্রয় করি এবং B.L. & L.R.O. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি। উক্ত পাওয়ার বা দাগের কোনো কারো আপত্তি থাকিলে B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ/সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ১ম আদালত

সাকসেশন কেস নাম্বার- ১৪/২০২৩

দরখাস্তকারী- সোমা দেবনাথ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী সোমা দেবনাথ, স্বামী- মৃত আশীষ দেবনাথ, সাং- চকবেগিয়া, পোঃ- পালিতবেগিয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭। উক্ত দরখাস্তকারীর স্বামী- মৃত আশীষ দেবনাথ, পিতা-মৃত রবী দেবনাথ, সাং চকবেগিয়া, পোঃ- পালিতবেগিয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১৩৭ গত ইংরাজী ১২.০১.২০২৩ তারিখে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত মৃত ব্যক্তির নামে এল.আই.সি. আই-তে ১,০৬,০০৫ টাকা গচ্ছিত আছে উক্ত টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্তকারী সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি/বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে মহামান্য আদালতে হাজির হইয়া শুনানি কার্য্যে অংশগ্রহন করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে। অদ্য তারিখে আমার দস্তখত আদালতের সিল ও সহি প্রযুক্ত মতে দেওয়া হইল। তাং-২৯.০৪.২০২৪

SCHEDULE

L. I. C. I. Policy being number 428783107 of Rs. 1,06,005/-.

অনুমত্যানুসারে,
শ্রী অশোক পাল
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনি. ডিভি.)
১ম আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষের জমিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও কৃষিকাজের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ সেচের জল নিশ্চিত করা গিয়েছে। এছাড়াও বোরো ধান চাষের জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার একরেরও বেশি জমিতে চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবারহ হয়েছে বলে সেচ দপ্তর জানিয়েছে। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীকে ভিত্তি করে যে সেচ ব্যবস্থা, তাতে বার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেটে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। ময়ূরাক্ষী সেচ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বোরো চাষের জন্য সেচের জল পৌঁছেছে ১৮ হাজার ৫৯০ একর জমিতে। কংসাবতীর ক্ষেত্রে সেচের জল পৌঁছেছে ৩৬ হাজার একর জমিতে। যার ফলে খরাপ্রবণ বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হুগলির দু'টি ব্লকে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। দামোদরকে কেন্দ্র করে যে সেচ ব্যবস্থা, সম্প্রতি তার আমূল সংস্কার করেছে রাজ্য।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের' মাধ্যমে অতিরিক্ত কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা খরচে পুরনো দামোদর প্রধান খাল-সহ ২,৩৫৪টি খাল সংস্কার, ১,৭৫০টি সেচ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ৪,৪০৩টি 'আউটলেট গেট' নির্মাণের কাজ হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ফলাফলের মেরু বদলে দিতে পারেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর...

কারণ, ২০১৯-এর লোকসভায় এই কেন্দ্র থেকে ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩৪৬ ভোট পেয়ে জয়ী হন তৃণমূলের আবু তাহের খান। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪১.৫৭ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ২০১৪ সালের নিরিখে ১৯.৫৬ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছিল তৃণমূল। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেসের আবু হেনা। তিনি পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯২৯ ভোট। প্রাপ্ত ভোটের হার ২৬ শতাংশ। অন্যদিকে, ৫.৭২ শতাংশ ভোট কমে কংগ্রেসের। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের পক্ষে পড়ে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৯ ভোট। বিজেপি তৃতীয় স্থানে থাকলেও ভোটের হার বেড়েছিল ৯.১৫ শতাংশ। বিজেপির এই ভোট বৃদ্ধি বুঝিয়ে দিয়েছিল ২০২৪-এ শাসকদলকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চলেছে বিজেপি।

তবে এটাও ঠিক তৃণমূল সরকারের তরফ থেকে দেওয়া 'লদীর ভান্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী', বার্ধক্যভাতা, পরিযায়ীদের জন্য পরিষেবা আর নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিরোধীদের পক্ষে বেশ কঠিন। অন্যদিকে, বেশ কিছু বাম-কংগ্রেস জোটের পঞ্চায়েত, রাজ্য সম্পাদকের জন্য গোটা সিপিএমের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ফ্যাক্টর তৃণমূলকে বেগ দেবে ঠিকই তবে তাতে বিরোধীদের সেফ সিট হয়ে যাবে না মুর্শিদাবাদ। বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষকে তিন নম্বরে রেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা যে হিসেব কষছেন তাতে সন্দেহের জায়গা তৈরি করছে বাম-কংগ্রেস জোটের একাংশ। কারণ, সিপিএমের হাতে মার খাওয়া কংগ্রেস কর্মীরা সেলিম সাহেবকে ঢেলে ভোট দেবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে জোটের অন্দরেই। সামগ্রিকভাবে যে চিত্র ধরা পড়ছে মুর্শিদাবাদ লোকসভায় তাতে রানিনগর ও ডোমকল কেন্দ্রে সিপিএম ভোট টানতে পারে। হাওয়া বলছে, একুশের ভোটের তুলনায় রানিনগরে তৃণমূলের লিড কমবে অনেকটা। বরং মমতা বাহিনীকে ডিভিডেন্ড দেবে মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, করিমপুর। জলঙ্গি এলাকাতে ছবিটা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এদিকে আবার নিয়ামত শেখ যেভাবে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন, সেখানে হরিহরপাড়ায় তৃণমূলের লিড নজরকাড়া হতেই পারে।

তবে শাসকদলের কাছে কাঁটা বাম-কংগ্রেস জোটপ্রার্থী মহম্মদ সেলিম। পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো পরিযায়ী প্রার্থী তিনি। প্রতি ভোটেই প্রায় কেন্দ্র বদল করেন। ২০১৯-এ রায়গঞ্জে ছিলেন। এবার মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছেন বেশ অঙ্ক কষে। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনে আবু তাহের খান এখানে জিতেছিলেন ২ লক্ষ ২৬ হাজার ভোটে। দ্বিতীয় ছিল কংগ্রেস, তৃতীয় স্থানে বিজেপি, আর চতুর্থ সিপিএম। সেলিম সাহেব অঙ্ক কষেছেন, কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট এক করতে পারলে অসুস্থ আবু তাহেরকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব। খোলা চোখে দেখতে গেলে অঙ্কটা হল, ২০১৯ সালে তাদের প্রাপ্ত ভোটের অঙ্ক একসঙ্গে করলে ভোট শতাংশ দাঁড়ায় ৩৮.৪৪-এ। তৃণমূলের সঙ্গে মাত্র ৩.১৩ শতাংশ ভোটের তফাৎ। তার উপর যদি সংখ্যালঘু ভোট একটু বেশি টানা যায় তাহলেই জয় পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তাঁর। তবে প্রশ্ন হল, এতকিছুর পরও ২ লক্ষ ২৬ হাজারের মার্জিন টপকে যাওয়া সম্ভব কি না তা নিয়ে। এদিকে আবু তাহের সাহেবের কিন্তু এলাকায় জনপ্রিয়তা আছে। সেটাও উপেক্ষা করা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এবার জোটের প্রার্থী জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত নাম, হেভিওয়েটে মহম্মদ সেলিম। বিজেপি এবং আইএসএফের অগ্রগতিও লক্ষণীয় মুর্শিদাবাদে। পাশাপাশি গোষ্ঠীকোন্দলে তৃণমূলের ভোট এবার ক্ষয়িষ্ণু। সব মিলিয়ে জটিল অঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে তৃণমূল এবং কংগ্রেস-সিপিএম জোটের জয় পরাজয়। তবে জনান্তিকে বলে রাখি, এবিপি-সি ভোটার তার সমীক্ষায় জানাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে সম্ভাব্য জয়ী আবু তাহের।

বহরমপুরে নৃত্যাশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক নৃত্য সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন ২৯ এপ্রিল: বহরমপুরের রবীন্দ্র সদন অডিটোরিয়ামে নৃত্যাশ্রম আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক নৃত্য সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য শকুন্তলা, যা আদতে এক জীবন্ত বঞ্চনার প্রতিলিপি। নৃত্যাশ্রমের র প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন। শিশু শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং উপস্থাপনা ছিল এক কথায় নজরকাড়া। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য ও সৃজনশীল নৃত্য। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর পাঠভবন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম পুশিলাল, বহরমপুর রবীন্দ্র মেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার ও জেলার বিশিষ্ঠ তবলা বাদক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাব্যিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কৃত সামাজিকতার আয়না 'ফায়ার অ্যান্ড এসপিরেশন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: জন্ম নদিয়ার বেথুয়াডহরি। স্কুল জীবন থেকে নানা রকম লেখনীর মধ্যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায় এই মানুষটির। স্কুল জীবনের শুরু হয় বেথুয়াডহবি জেসিএম স্কুল থেকে। পরে কলকাতার সিটি কলেজ তারপর অধ্যাপনা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এরপর দিল্লি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত করে ডিলিট নেন আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে। পিতা রাসবিহারী নাথ ছিলেন ইংরেজির খ্যাতনামা শিক্ষক। তার কাছ থেকেই বহুদিন অধ্যাবসনা করে এই মুহূর্তে স্বপন কুমার নাথ

লিখেছেন তিনটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। যা আজ সারা দেশ- বিদেশের সমাদৃত। সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ফায়ার অ্যান্ড এসপিরেশন যথেষ্ট চর্চিত সারা বিশ্বে।। এই কাব্যগ্রন্থে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছেন এই কাব্যিক। এই কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কার। ডক্টর স্বপন কুমার নাথের এই কাব্য শুধু উত্তর ২৪ পরগনায় নয় সমগ্র রাজ্যের সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। কাব্যিক মনে করেন খুরদার লেখনি পারে সমাজকে সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে। সে কারণেই তিনি লিখে যেতে চান এরকম বহু লেখনি।

তৃতীয় দফা নির্বাচনও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করাতে উদ্যোগী কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম দু'দফার ভোটের নজিরকে সামনে রেখে তৃতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়েছে। এরাজ্যে প্রথম দু-দফার ভোট ঘিরে বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। নেই বড় কোনও অভিযোগও। কমিশন চায় পরবর্তী দফাগুলিতেও এই ট্রেন্ড ধরে রাখতে।

আগামী ৭ মে তৃতীয় দফায় রাজ্যের চারটি আসনে। এগুলি হল- মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদে। কোন কোন এলাকায় অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথায় কত ফোর্স মোতায়েন করা হবে, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার এবং ফোর্স কো-অর্ডিনেটর বি কে শর্মাও।

সূত্রের খবর, এদিন মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে বাড়তি সতর্কতার কথা বার বার উঠে এসেছে বৈঠকে। কারণ, ভোট ঘোষণার পর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু এলাকায় গন্ডগোল হয়েছে। সেই সমস্ত এলাকায় কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুপি-বাঘা এবার দেবে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ মে ছিল সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। আর তারপরেই আসন্ন আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস আগামী ৮ মে। পৃথিবী জুড়ে এই ব্যাধির জন্য অনেক শিশুর জীবন বিপন্ন, ব্যায় বহুল চিকিৎসা, কিভাবে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়, সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায় এই বার সে কথা বলবেন গুপি-বাঘা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এর অমর সৃষ্টি, সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে যাঁদের ছবির পর্দায় আগমন। সেই গুপি-বাঘা বলবে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতার কথা। গুপি-বাঘা ভূতের রাজার বর পেয়েছিল। যেমন খুশি খেতে, ঘুরতে যেতে, গান বাজনা দিয়ে লোকদের মাতিয়ে রাখার বর। কিন্তু ভূতের রাজার বর থ্যালাসেমিয়ার নির্মূলীকরণে কি ভাবে কাজ দেয় সেই কথাই শোনাবে গুপি-বাঘা। পথ নাটিকার মাধ্যমে গুপি-বাঘা জানাবে সুস্থ থাকার পাসওয়ার্ড, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার কথা। উদ্যোগে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। মূল ভাবনা সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যর। ২ মে কলকাতার প্রেস ক্লাবে বিকাল ৫টায় প্রথম বার নাটিকাটি পরিবেশিত হল। নাটিকাটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সঞ্জীব আচার্য।

প্রতি বছর ৮ মে আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস হিসাবে আমরা থ্যালাসেমিয়া সপ্তাহ পালন করি। বছরের পর বছর ধরে আমরা অনেক কাজ করে থাকি, যারা ওষুধ কেনার সুবিধা পায় না তাদের সহায়তা করি, মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে আমরা অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করি, আমরা এমনকী ভরসা নামক একটি সংগঠন শুরু করেছি যাতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা বিভিন্ন অবকাশকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে স্বনির্ভর করতে পারে। আমাদের সংস্কৃতিতে অপরিসীম অবদানের জন্য এটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, জানালেন সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ মে ২০২৪ ২০ বৈশাখ ১৪৩০ শুক্রবার

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগ আনলেন এক মহিলা। নিজেকে রাজভবনের অস্থায়ী কর্মচারী বলে দাবি করে ওই মহিলা বৃহস্পতিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় যান। এ বিষয়ে রাতে রাজভবনের তরফে রাজ্যপালকে উদ্ধৃত করে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যাতে রাজ্যপাল বলেছেন, 'সত্যের জয় হবেই। এধরনের অভিযোগে আমি ভীত নই। কেউ যদি নির্বাচনী সুবিধা পেতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চান, তাহলে ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। কিন্তু তাঁরা কোনওভাবেই বাংলায় ঘটে চলা দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে আমার লড়াই থামাতে পারবে না।' তবে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনায় সরব তৃণমূল।

বিবৃতি দিলেন রাজ্যপাল

সূত্রে খবর, রাজভবনের ওই অস্থায়ী মহিলা কর্মীকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুধু তাই নয়, ওই মহিলার অভিযোগ, কমপক্ষে দু-বার তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। এরপরই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজভবনে কর্মরত পুলিশদের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। এরপর তাঁকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় পাঠানো হয়। ডিসি সেন্ট্রালের সামনে গোটা ঘটনা জানান বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, 'সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬১ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে। তবে জমিজমা সংক্রান্ত কোনও দেওয়ানি মামলা করা যেতেই পারে।'

মহিলার অভিযোগ নিয়ে শোরগোল হতেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডলে বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি ভয়াবহ! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতায় যাচ্ছেন। তাঁর রাজভবনে রাত্রিবাস করার কথা। তার মধ্যেই এক মহিলা অভিযোগ করেছেন যে, তিনি বৃহস্পতিবার যখন রাজভবনে যান রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে, তখনই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। অভিযোগকারিণীকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মেট্রোর সময় বাড়ানো নিয়ে মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো। মেট্রোর উপর ভরসা করেন কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার মানুষজন। তবে সমস্যা হল কলকাতার শেষ মেট্রোর সময়সীমা অনেক কম। এরই প্রেক্ষিতে এবার শেষ মেট্রোর ছাড়ার সময়সীমা বাড়ানো নিয়ে আবেদন করা হল কলকাতা হাইকোর্টে। দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া লাইনে শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪০ এর বদলে অন্তত সাড়ে ১০ টায় ছাড়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। এই আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করতে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, হাইকোর্ট বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু জনস্বার্থ কথা মাথায় রেখে মেট্রোকে বিষয়টি বিবেচনার নির্দেশ হাইকোর্টের। আর এ ব্যাপারে চার সপ্তাহের মধ্যে বিবেচনা আদালতে জানাতে হবে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে, এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। প্রসঙ্গত, মামলায় আবেদনকারী যুক্তি, অন্যান্য শহর যেখানে মেট্রো শেষ মেট্রো চলছে, রাত ১১টায় গন্তব্য স্টেশন ছেড়েছে। কিন্তু কলকাতায় এখন রাত ৯.৪৫ এই সময় বাড়ানো উচিত।

প্রসঙ্গত, দেশের অন্য কোনও শহরে সকালে ৫টায় মেট্রো সার্ভিস শুরু হয় আর রাত ১১টা পর্যন্ত শেষ মেট্রো। সেই নিরিখে কলকাতায় সকালে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয় ৬টা ৫০-এ আর রাতে ৯.৪৫ মিনিটে শেষ হয় পরিষেবা। ফলে যারা ভোরে যায় এবং রাত করে কাজ করে তাঁদের ক্ষেত্রে মেট্রো সার্ভিস পেতে সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেকেরই ভরসা মেট্রো সেই কথা মাথায় রেখে আদালতে সময়সীমা বাড়ানোর এই আবেদন করা হয়। আদালত মেট্রো কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ, যে আবেদনকারীর প্রার্থনা বিবেচনা করে অন্তত ৪৫ মিনিটের জন্য শেষ মেট্রো ছাড়ার সময় বাড়ানোর জন্য।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মুখ্যসচিবের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে কার্যত তুলোধনা করতে দেখা যায় বিচারপতি বাগচিকে। এদিন রাজ্যের তরফে আদালতে সওয়াল করার সময় জানানো হয়, 'আমদের সাত সপ্তাহ সময় লাগবে।' এরই প্রত্যুত্তরে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান, 'খুব খারাপ। এটা ইচ্ছাকৃত দেরি।' শুধু তাই নয়, এরপরই বিচারপতিকে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায়, 'আদালত অবমাননার কৌশল নেওয়া হচ্ছে কি না তা নিয়ে। সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, 'আমাদের নির্দেশের অবমাননা এটা। এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার গুরুত্ব বুঝুন। আপনি এজি হয়ে যদি না বোঝেন এবং আদালতের কথা না শোনেন, তাহলে বিচারব্যবস্থার অপমান। সিরিয়াস ম্যাটার।' এখানেই শেষ নয়, এরপর রাজ্যের মুখ্যসচিবের উদ্দেশে বিচারপতি এও বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ ল্যাথার্জি হতে পারে না। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় এটা চলে না। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিশ্বাস থাকে।'

এদিকে এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীও আদালতে সওয়াল করেন। ২০২২ সালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর একে একে গ্রেপ্তার করা হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সচিব অশোককুমার সাহা-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিককে। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ২০২২ সালের নভেম্বর মসে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়া হয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই অনুমোদন দেয়নি রাজ্য। এদিন বিচারপতি এই প্রসঙ্গে এদিন এও বলেন, 'আমরা জানতাম আপনারা খুব ভালো বন্ধু। আপনার বন্ধুরা আপনাকে রক্ষা করছে। শেষ দিনেও যদি রাজ্য অনুমোদন না দেয় তাহলেও অবাক হব না। এসব স্ট্র্যাটেজি খুব ভালো বুঝি।' এরই পাশাপাশি এদিন নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করতে শোনা যায়। বলেন, 'পার্থ মন্ত্রী না থাকলেও তার ক্ষমতা বেশ বুঝতে পারছি আদালতে বসে।' সঙ্গে এও জানান, 'আপনি প্রভাবশালী ছিলেন। এতটাই প্রভাবশালি ক্রিমিনাল প্রক্রিয়ার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।' এরই রেশ ধরে বিচারপতির মন্তব্য, 'এটা প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্র। মুখ্যসচিবের পেন উঠছে না? ভাবা যায় এমন অবস্থা! আমরা বেশ বুঝতে পারছি এর কারণ। আপনার যখন গোপন বন্ধু আছেন তারাই আপনার জামিনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।'

মাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী ঘোলার স্বর্ণালী গবেষক হতে চায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অল্প বয়সেই বাবাকে হারানোর যন্ত্রণা সবসময় ওকে পিছু তাড়া করেছে। তবুও মনোবল শক্ত রেখেই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে জেদ বজায় রেখেছিল সে। নিজেদের ব্যবসা সামলে মেয়েকে প্রতিনিয়ত গাইড করেছেন মা-ও। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে অল্প বয়সে পিতৃহারা সেই মেয়েটি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেই মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করেছে ঘোলার প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোডের বাসিন্দা স্বর্ণালী ঘোষ। ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের ছাত্রী স্বর্ণালীর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। আপাতত বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে এগোতে চায়। ভবিষ্যতে সে গবেষক কিংবা চিকিৎসক হতে চায়। তৃতীয় শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার সময় আচমকা মারা যান কেবল ব্যবসায়ী স্বর্ণালীর পিতা শ্যামল ঘোষ। নিজেদের কেবল ব্যবসা এবং মেয়ের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল রুমা দেবীকে। তবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে মেয়ের সাফল্যে বেজায় খুশি রুমা দেবী। স্বর্ণালীর কথায়, আশা ছিল ৬৮০ মধ্যে থাকবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে গিয়েছি। স্বর্ণালীর দাবি, সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান তাঁর মায়ের। কারন, বাবা মারা যাওয়ার পর খুব কষ্ট করেই মা তাকে মানুষ করেছেন। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং বান্ধবীরাও তাকে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছে। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে কিংবা গান শুনে অথবা কবিতা লিখে সময় কাটাত স্বর্ণালী। মায়ের হাতে তৈরি পোলাও তাঁর বেশ পছন্দ। তবে মেয়ের সাফল্যে বেজায় খুশি রুমা দেবী। তিনি জানান, ওঁর বাবা থাকলে হয়তো আরও বেশি খুশি হতেন। তবে ওকে কখনও পড়াশুনার জন্য বকাবকি করতে হয়নি।

উচ্ছ্বাস...। বেথুন স্কুলে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

২০২৫-এও ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই মাধ্যমিক, জানালেন পর্ষদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। লোকসভা নির্বাচনের কারণে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের আগেই হয়েছিল। পরীক্ষা শুরু হয় গত ২ ফেব্রুয়ারি। শেষ হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। পরের বছর আবারও স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে পরীক্ষা। যদিও এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে পরীক্ষার বিস্তারিত সূচি প্রকাশ করা হয়নি। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, এখনও রাজ্য সরকারের তরফে ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন ছুটি এবং অন্যান্য সেকশনাল হলিডের দিনক্ষণ তাঁদের স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়নি। তাই মাধ্যমিকের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রস্তুত এবং প্রকাশ করতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে পর্ষদের তরফে যত দ্রুত সম্ভব বিস্তারিত সূচি প্রকাশ করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪-এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ৯ লক্ষ ২৩ হাজার পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫২ জন পরীক্ষার্থী সফল হয়েছে। পাশের হার ৮৬.৩১ শতাংশ। সকাল ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফল প্রকাশ করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি। এরপর সকাল ১০টায় স্কুলগুলি মার্কশিট পাবে বিভিন্ন ক্যাম্প অফিস থেকে। ওয়েবসাইটে রোল নম্বর, জন্ম তারিখ দিয়ে পরীক্ষার্থীরা ফল জানতে পারবে। মোট ২ হাজার ৬৭৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

নারকেলডাঙায় কুপিয়ে খুন কংগ্রেস নেতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতসকালে কলকাতার রাস্তায় খুন কংগ্রেস নেতা। বৃহস্পতিবার এমনই এক ঘটনা ঘটে গেল নারকেলডাঙা এলাকায়। মৃতের নাম ইমামুদ্দিন। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃত ইমামুদ্দিনের পরিবার সূত্রে অভিযোগ, ভোরে নমাজের পড়ে ফেরার পথে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। নারকেলডাঙা এলাকায় রাস্তার উপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় ইমামুদ্দিনকে। একইসঙ্গে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মহম্মদ আশরফ ওরফে চুন্নুই চালিয়েছে এই হামলা। এর আগেও ইমামুদ্দিনকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, চুন্নুর সঙ্গে সম্প্রতি বিবাদেও জড়িয়েছিলেন ইমানুদ্দিন। বেআইনি পার্কিংয়ের প্রতিবাদ করায় সম্প্রতি ইমামুদ্দিনকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ১৩ এপ্রিলের ঝামেলার পর সে জন্য বাড়ির বাইরে ছিলেন ইমামুদ্দিন। দু'দিন আগে তিনি বাড়ি ফেরেন। তারপর বৃহস্পতিবার সকালে নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন। মসজিদ থেকে ফেরার পথেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয়। ৬-৭জন তাঁর উপর হামলা চালিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এর পর ইমামুদ্দিনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইমামুদ্দিনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল চুন্নুর। গত ১৩ এপ্রিল এ নিয়ে তাঁদের মধ্য হাতাহাতিও হয়েছিল। ইমামুদ্দিনের সঙ্গী ফকরুদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে। তার পর ইমামুদ্দিন নিখোঁজ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দিন দুয়েক আগেই ইমামুদ্দিন বাড়ি ফিরেছিল। তারপরই এই ঘটনা। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে ইমামুদ্দিনের বাড়ি যান উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য। তিনি মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে।

পরিষেবার দিক থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী ও সাগর দত্ত পিছনে ফেলল কলকাতার সরকারি হাসপতালকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে পরিষেবার দিক থেকে এক নম্বরে থাকছে পিজি অর্থাৎ এসএসকেএম হাসপাতাল। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, রোগী পরিষেবার নানা সূচকে গত একমাসে অধিকাংশ দিনই দুই আর তিন নম্বর স্থান ধরে রাখছে সুদূর জেলার মেডিক্যাল কলেজ বাঁকুড়া সম্মিলনী এবং তুলনায় নতুন সীমিত পরিকাঠামোর কলেজ কামারহাটি সাগর দত্ত। সবচেয়ে পুরনো হওয়া সত্ত্বেও পারফর্ম্যান্স লিস্টের উপর দিকে নেই কলকাতার আর কোনও মেডিক্যাল কলেজ। প্রসঙ্গত, এখন রোগী পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজস্তরের সরকারি হাসপাতালকে রোজ আপলোড করতে হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালে। আর তা বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্যভবনের এই রিপোর্ট। প্রসঙ্গত, রোগী পরিষেবা বলতে যে সব সূচকের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হল আউটডোরের রোগীর সংখ্যা, ইন্ডোর ওয়ার্ডে ভর্তি ও ডিসচার্জের সংখ্যা, ই-প্রেসক্রিপশন তৈরি, ল্যাবে রক্তপরীক্ষায় নমুনার সংখ্যা, ফার্মেসি স্টোর থেকে কতজন রোগী বিনামূল্যে ওষুধ পাচ্ছেন ইত্যাদি।

এদিকে স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে, অর্থাৎ মাসখানেক আগে কিছুটা ঢিলেমি দেখালেও এখন প্রায় সকলেই নিয়মিত এই রিপোর্ট আপলোড করে। এই রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, গত ১০ দিনের মধ্যে তিন দিন (২০, ২৩ ও ২৬ এপ্রিল) দেখা যাচ্ছে, পিজিতে আউটডোরে যথাক্রমে ৪,৭০৬ জন, ৭,৮৪১ জন ও ৯,৪২১ জন রোগী এসেছেন। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছেন যথাক্রমে ৩৪৭ জন, ৪২৭ জন ও ৪০৮ জন। ই-প্রেসক্রিপশন করা হয়েছে যথাক্রমে ৭২১টি, ৬৬৫টি ও ১,০৩১টি।

বাঁকুড়া সম্মিলনীতে এই তিনটি তারিখে আউটডোরে যথাক্রমে ২,৫২৮ জন, ৪,৯৪৮ জন ও ৪,৪১৮ জন রোগী এসেছিলেন যার মধ্যে যথাক্রমে ২৮৬ জন, ৩৯৭ জন ও ৩৫০ জন ভর্তি হয়েছেন। ই-প্রেসক্রিপশন হয়েছে যথাক্রমে ৬১৬টি, ১,২৫৫টি ও ১,০০৩টি। আর কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে ওই তিনটি তারিখে আউটডোরে যথাক্রমে ১,৩৯৯ জন, ২,১৮৩ জন ও ২,১৫১ জন রোগী এসেছিলেন যার মধ্যে ১১০ জন, ১২২ জন ও ১২৭ জন ভর্তি হয়েছেন। ই-প্রেসক্রিপশন তৈরি হয়েছে যথাক্রমে ৫১৩টি, ৬১৩টি ও ৭১৫টি।

এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাগর দত্ত হাসপাতাল সম্পর্কে। তাঁরা জানাচ্ছেন, নতুন ও সীমিত পরিকাঠামোর মেডিক্যাল কলেজ হওয়া সত্ত্বেও অনলাইন ব্যবস্থার কারণে তাদের পারফর্ম্যান্স ভালো। বেড ও রোগীর সংখ্যা কম, সুপার-স্পেশ্যালিটি কোনও বিভাগ নেই। তার পরেও ল্যাবের রিপোর্ট, ই-প্রেসক্রিপশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় পারফর্ম্যান্সের কারণে গত একমাসে প্রথম পাঁচের নিচে নামেনি ওই কলেজ। গত ১০ দিনে দেখা যাচ্ছে,চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল এবং এনআরএস হাসপাতাল।

গুন্ডারাজ খতমের দাবি তুলে গুন্ডাদের নিয়ে মিছিল করছেন, অর্জুনের নিশানায় তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ খতমের দাবি তুলছেন। অথচ উনি আবার গুন্ডাদের নিয়ে মিছিল করছেন। চাকলা দোলতলায় আক্রান্ত দলীয় সমর্থককে দেখতে এসে বৃহস্পতিবার এভাবেই তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে নিশানা করলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল প্রার্থী গুন্ডারাজ শেষ করার কথা বলছেন। উল্টে তো উনি আবার গুন্ডাদের নিয়ে মিছিল করছেন। তাঁর দাবি, গুন্ডারাজ উনি তৈরি করেছেন। গুন্ডারাজই ওনাকে শেষ করবে। প্রসঙ্গত, বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে পথ সভায় যোগ দেওয়ার কারণে এক বিজেপি সমর্থক ব্যবসায়ীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জেটিয়া থানার হালিশহর দিঘির পাড় এলাকার ঘটনা। আক্রান্ত বিজেপি সমর্থক ৪৪ বছরের কিসমত আলি কাঁপা চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকলা দোলতলার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে ওই ব্যবসায়ীর পরিবার। এদিকে বৃহস্পতিবার আক্রান্ত দলীয় সমর্থককে দেখতে তাঁর চাকলা দোলতলার বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, থানা অভিযোগ নিতে চায়নি। উল্টে আক্রান্ত ব্যক্তিকেই ধমক দিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী বলেন, আদর্শ নির্বাচনী বিধি জারি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নিস্ক্রিয়। তাই এসিপি ও জেটিয়া থানার ওসির বরখাস্তের দাবি জানিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাবেন। ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, ব্যবসায়ী কিসমত আলিকে পিস্তলের বাট দিয়ে মেরেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ল্যাঙরা বাবন। ভালো চিকিৎসার জন্য ওকে কল্যাণী এইমসে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আক্রান্ত কিসমত আলি জানান, গত ২৮ এপ্রিল রাতে হালিশহর জেটিয়া নান্না কালী মন্দিরের কাছে বিজেপির পথ সভায় গিয়েছিলাম। সেই কারণে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ল্যাঙরা বাবন, রাজ, বাপি, রাজু-সহ ১৫-২০ তাঁকে জেটিয়া দিঘির পাড় এলাকায় ঘিরে ধরে পিস্তলের বাট দিয়ে শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করেছে। তাঁর অভিযোগ, থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। তবে এদিন তাঁর বাড়িতে বিজেপি প্রার্থী এসে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের জেটিয়া অঞ্চল সভাপতি সুশান্ত ঘোষের দাবি, কিসমত আলি কোনও দল করেন না। কিসমত মাটির কারবার করেন। শুনেছি মাটি ফেলা নিয়ে তৃণমূল সমর্থক বাবন, রাজদের সঙ্গে বিবাদ ওর বিবাদ হয়েছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছিল। গন্ডগোলের মধ্যে কেউ হয়তো ওকে ঘুষি মেরেছে।

সম্পাদকীয়

দেশের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের নাগরিকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা

আমরা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক শক্তি হতে চাই। কিন্তু তা কিসের জন্য? এবং কাদের স্বার্থে? এ ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই যে সাধারণ নাগরিকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতে অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল দেশের আয় বৃদ্ধি করা। তবে সেটাই কিন্তু একমাত্র শর্ত নয়। এরই সঙ্গে প্রয়োজন দেশের সেই আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাও। আর দ্বিতীয় শর্তে এসেই যে আমরা মুখ থুবড়ে পড়েছি তা কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানান তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তবুও আমরা সেই তথ্য ঝেঁটিয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই বৃদ্ধির ফল তো কেউ না কেউ ভোগ করবে। তাহলে তারা কারা? দেশের সাধারণ মানুষ যে খুব সহজেই তার ফল ভোগ করতে পারবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছে পরিসংখ্যানই। যেমন ধরা যাক দেশের প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থা। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ২০২১ সালে দেশে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের একটু বেশি। এই সংখ্যা ২০৩১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষতে। যা ভারতের সেই সময়কার জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের একটু বেশি হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রক্ষেপ অবশ্য একটু কম, ১২.৫ শতাংশের মতো। আর তার কয়েক বছর আগেই ভারত আর্থিক প্রক্ষেপ অনুযায়ী বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হয়ে যাবে! কিন্তু জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের মতো এই প্রবীণদের কী হবে? বর্তমান প্রবণতা চালু থাকলে এর উত্তর একটাই। অসহায়তা বাড়বে। বার্ধক্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দেখতে নানান অনুপাত ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে একটি হল নির্ভরশীলতার অনুপাত। এই অনুপাতকে দেখা যেতে পারে দেশের কর্মরত নাগরিকের প্রবীণদের নির্ভরতা দেওয়ার ক্ষমতার সূচক হিসাবে। এই অনুপাত যত কম থাকে তত ভাল। আর এটা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে প্রবীণদের আর্থিক অসহায়তা বৃদ্ধি পাওয়া। অন্যভাবে বললে, নবীনদের বাবা-মাকে সাহায্য করার আর্থিক ক্ষমতা কমতে থাকা। যে ভাবেই দেখা যাক এই অনুপাত বৃদ্ধি কিন্তু দেশের আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধিরই আর এক ইঙ্গিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

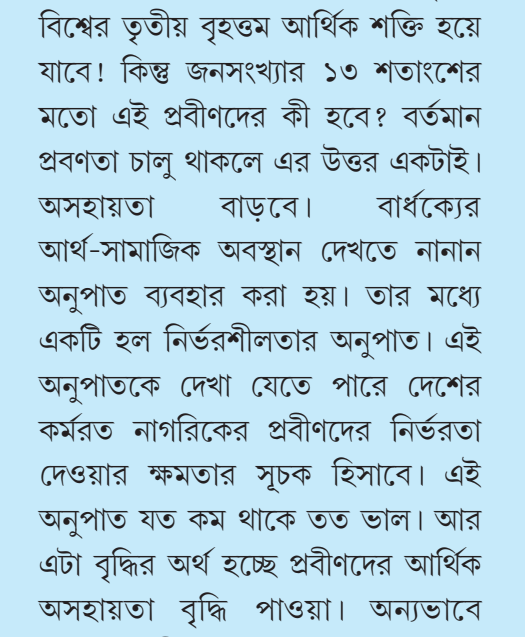

উমা ভারতী

১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অরুণা ইরানির জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রঘুবর দাসের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ উমা ভারতীর জন্মদিন।*

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

অশোক সেনগুপ্ত

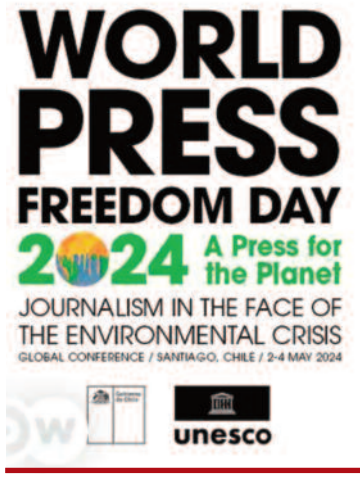

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে শুরু করছি আমার আলোচনা। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে জেনিভায় অনুষ্ঠিত লীগ অব নেশনস্-এর বিশেষ অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নাইট উপাধি ত্যাগ করার আগে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুর পরামর্শ নিয়েছিলেন। ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্বভারতীর আশ্রমিক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২৮ বছর বয়সে রামানন্দবাবু ইলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালায় পড়ানোর দায়িত্ব পান। বার করেন প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ। একাধারে পাঠকমহলে সাড়া ও শাসকমহলে আলোড়ন পড়ে। ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে পত্রিকা দুটি। এর জন্য রামানন্দবাবুকে অনেক বার রাজরোষে পড়তে ও জরিমানা দিতে হয়। ১৯০৮ সালে সরকারি আদেশানুসারে তাঁকে উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করতে হয়। তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২৯সালের ২৪ মে পুলিশ প্রবাসী পত্রিকার দপ্তর অভিযান করে রামানন্দবাবুকে গ্রেপ্তার করে।

১৬৪৫ সালে কবি জন মিল্টন তার অ্যারোপজেটিকা-তে লিখেছিলেন, 'আমাকে জানার স্বাধীনতা দাও, আমাকে অবাধে কথা বলার স্বাধীনতা দাও, আমাকে মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও, বিবেকের স্বাধীনতা দাও, চিন্তার স্বাধীনতা দাও, আমাকে সবার ওপরে দাও মুক্তি।'

যুগে যুগে এটাই হয়ে এসেছে সাংবাদিকদের মনের কথা। আর এর বিরোধিতা হয়ে উঠেছে শাসকদের মূল লক্ষ্য; দেশে, বিদেশে সর্বত্র।

ভারতে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি প্রথম ওঠে এশিয়ার সর্বপ্রথম পত্রিকা 'বেঙ্গল গেজেট'-কে ঘিরে। এটির জনক ছিলেন একজন আইরিশ জেমস অগস্টাস হিকি। ১৭৮০-র জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। দাম ছিল ১ টাকা। সে বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্তাব্যক্তির সহায়তায় আর একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। হিকি অভিযোগ আনলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী মারিয়ানা তাঁর কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছিলেন। না দেওয়ায় মদত দিয়েছেন প্রতিযোগী পত্রিকাকে। ক্রুদ্ধ হেস্টিংস বেঙ্গল গেজেট-এর ডাক পরিষেবা বন্ধ করে সেটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। অনড় হিকি আরও লাগামছাড়া হয়ে আক্রমণ হানলেন তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলেইজা ইম্পে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনের নেতা জোহান জাকারিয়া কিরনান্দার ওপর। হেস্টিংস এবং কিরানান্ডা মামলা করেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আদালতের বিচারে সুপ্রিম কোর্ট হিকিকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। হিকি কারাগারে থেকেই সংবাদপত্র বার করতে এবং হেস্টিংস ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত দুর্নীতির অভিযোগ আনতে থাকেন। কিন্তু শেষে হেস্টিংসের আনা নতুন আইনি প্রক্রিয়ায় আর এগোতে পারলেন না। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বলে পত্রিকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত হলে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে মার্চ হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। হিকি জেল থেকে ছাড়া পান। কারাগারে থাকার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। নৌকায় চড়ে চীনে যাওয়ার পথে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে হিকি মারা যান।

পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটিশ আমলে রাজরোষে পড়ে একাধিক পত্রিকা। ব্যবসায়ী হরি নারায়ণ ঘোষের পুত্রদ্বয় শিশির ঘোষ এবং মতি লাল ঘোষ এই সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন। হরি নারায়ণ ঘোষের স্ত্রী অমৃতময়ীর নামে এই পরিবার একটি বাজার তৈরি করেছিল। পত্রিকাটিও অমৃতময়ীর নামে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ক্রমে ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করতে থাকে। এটি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক হিসেবে চালু হয়েছিল। সরকার-বিরোধী মতামত এবং জনগণের মধ্যে বিপুল প্রভাবের ফলে সরকারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন প্রধানত এই পত্রিকার বিরুদ্ধেই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মার্চ 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' চালু করেছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষ এই বাংলা পত্রিকাকে পরে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিবর্তিত করেন।

এরও আগে, প্রচারমাধ্যমে ইচ্ছেমত লেখা বা সম্প্রচারের ওপর রাশ টানতে ১৮২৩ সালে এ দেশে চালু হল প্রেস সেন্সরশিপ আইন। ১৮৩৫ সালে চালু হল লাইসেন্স প্রথা। এর পর ১৯১০-এ প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা হল সাংবাদিকের কলমে বেড়ি পড়ানোর।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ চাপিয়ে দেওয়ার সময় ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন-এর সঙ্গে পত্রিকার বিভিন্ন সংঘাত ছিল। সম্পাদক মতিলাল ঘোষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল ঘোষের মৃত্যুর পরেও পত্রিকা এর জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা ধরে রেখেছিল। লবণ সত্যাগ্রহ চলাকালে এর থেকে ১০,০০০ টাকার জামানত দাবি করা হয়েছিল। এর সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষের (শিশির ঘোষর পুত্র) কারাদণ্ড হয়েছিল।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দেও এই পত্রিকা পড়ে মামলার জাঁতাকলে। চিত্তরঞ্জন দাশ হাতে নেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা মামলা'। কলকাতা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ জানিয়েছিল যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট কোনও ব্যক্তিগত জমি রাখতে পারবে না। একই সময় হাইকোর্টে অন্য একজন বিচারক রায় দেন যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট সেই ক্ষমতা রাখে। এরকম বিপরীতধর্মী মতামতের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ করা হয়। প্রধান বিচারপতি Sir Lancelot Sanderson, বিচারপতি Jonh Woodroff এবং Mr. Chittyকে নিয়ে এই বেঞ্চ গঠন করা হয়। অমৃতবাজার এ ব্যাপারে মন্তব্য করে সম্পাদকীয় ছাপে।

পত্রিকাটি স্পেশাল বেঞ্চের গঠন সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতি অমৃতবাজারকে শোকজ করে এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখনকার কলকাতা বারের প্রখ্যাত আইনজীবীদের নিযুক্ত করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন মি. জ্যাকসন, মি. নরটন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলার শেষের দিকে অন্য তিন আইনজীবী সরে দাঁড়ালে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা পরিচালনা করেন এবং জয়ী হন।

আট দশক আগে মেদিনীপুর জেলের রাজবন্দিরা কারামুক্তির দাবিতে মহাত্মা গান্ধী এফং সরকারকে চিঠি দেয়। তারিখটা ছিল ১৯৩৮ এর ৭ ফেব্রুয়ারি। এর ক'দিন বাদে, ২ মার্চ সেই খবর প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাতে এটাও লেখা হয় বন্দিরা সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রকাশিত হয় বন্দীদের সেই আবেদন নাকচ হওয়ার খবরও। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে মামলা করে। সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিরুদ্ধে কারাদন্ড ও জরিমানার আদেশ হয়। আবার, ১৯০৭ সালের ১৬ জুন 'যুগান্তর' পত্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপক্ষে লেখা প্রকাশের দায়ে পত্রিকার সম্পাদককে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। তাদের 'সাধনা প্রেস' বাজেয়াপ্ত করে সরকার।

এবার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। এর পর কলকাতায় সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ব্রিটিশ রাজের সমালোচনা করেন।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ যেমন 'বিদ্রোহী' এবং 'ভাঙ্গার গান' ('ধ্বংসের গান'), সেই সাথে তাঁর প্রকাশনা 'ধূমকেতু'-তে বিপ্লবের আহ্বান জানান। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তার কারণে তাঁকে ঘন ঘন কারাবরণ করতে হয়। অর্থাৎ, বিচারব্যবস্থা তাঁকে বাঁচাতে পারেনি।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গালার কথা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। স্বদেশী ভাবপুষ্ট লেখা প্রকাশের জন্য, ব্রিটিশ-ভারতের পুলিশ ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। এই সময় পত্রিকার হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন গোটা দেশে প্রচারমাধ্যমে রাজরোষের অনেক নিদর্শন আছে।

বাম আমলে সিপিএমের তৎকালীন সাংসদ অমল দত্ত মামলা করেন 'যুগান্তর' ও আনন্দবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে 'জ্যোতিবাবুর ভাগ্নে' বলে প্রচার করায় তাঁর মানহানি হয়েছে। আমার আনন্দবাজার পত্রিকার আইনজীবী-সহকর্মী কল্যাণ দাস এ কথা জানিয়ে বলেন, সেই সময় যুগান্তর-এর সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, 'মাঝে মাঝে মামলা না হলে কী করে বুঝব যে আমরা আছি!' যাই হোক, দুই পত্রিকার সম্পাদকেরা আদালতের সমনে যাননি। একবার আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর 'সান্ডে'-তে বরিস বেকারের একটি ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিতে বেকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবতীকে দু'হাতে জড়িয়ে আছেন। এর বিরুদ্ধে এক পাঠক মামলা করেন। নিম্ন আদালতেই অবশ্য মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর বিরুদ্ধে সুব্রাহ্মনীয়ম স্বামী মামলা করেন ২০১২-র ১ নভেম্বর। পত্রিকাটি ছিল জওহরলাল নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত। মামলাটি অবশ্য প্রকাশিত কোনও সংবাদের জন্য নয়, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডার নিয়ে কারচুপির অভিযোগে স্বামী মামলা করেন সনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। এই মামলা একটা রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। ২০১৩-র ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশ-ভিত্তিক 'সান্ডে ব্লাস্ট'-এ প্রকাশিত একটি খবরের ভিত্তিতে ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন এক আইনজীবী। প্রায় ১১ বছর বাদে, গত ৩০ জানুয়ারি সেটি খারিজ হয়ে যায়।

২০২৩-এর ৩ অক্টোবর নিউজক্লিক এবং এই সংস্থার সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত ৩০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় দিল্লি পুলিশ। এর প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ ও তন্ময় চক্রবর্তী নামে এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশের বিশেষ শাখা। বেআইনি কর্মকাণ্ড (প্রতিরোধ) আইন বা ইউপিএ (UAPA)-র আওতায় আনা হয় তাঁদের। নিউজক্লিকের অফিসও সিল করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৭ সালে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাংবাদিকদেরস্বাধীনতার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সনদ সাক্ষরিত হয়। চালু হয় ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে। তৈরি হয় রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স বা এ ধরণের সংগঠন। ২০২১-এ প্রকাশিত 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'-এর রিপোর্টে সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রসঙ্গটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ২৮টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে তারা দেখেছে, ৫৯ শতাংশ মানুষের ধারণা, সাংবাদিকরা ইচ্ছাকৃত ভাবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে পরিবেশন করছেন। আবার সাংবাদিকদের যে বহু ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়, সেটাও স্পষ্ট। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ৭৩ শতাংশ দেশে অবাধ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিশ্ব সূচকে (World Press Freedom Index) আরও নিচে নেমে গিয়েছে ভারত। 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' তথা আরএসএফ প্রকাশিত তালিকায় ১৮০টি দেশের মধ্যে ২০২১ সালে ভারত ছিল ১৪২ নম্বরে। গত বছর কয়েক ধাপ নেমে নয়াদিল্লি পৌঁছেছিল ১৫০-তে। ২০২৩-এ দেখা গেল তালিকায় আরও অনেকটাই নেমে ১৬১-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছেন, তথ্য ফাঁসের তদন্তে সাংবাদিকের তথ্যদাতার তথ্য জানতে তাকে আইনি বাধ্যবাধকতায় ফেলার চর্চা ভবিষ্যতে অনুসরণ করবে না। মিডিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের বিচার বিভাগকেও এভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা আর সোনার পাথরবাটি; কথাদুটি হয়ত সমার্থক। ৩ মে প্রচারমাধ্যমকে অবাধে কাজ করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া ও সম্মান জানানোর দিন। এই সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং পেশাদার নৈতিকতার বিষয়ে পেশাদারদেরও মনে করিয়ে দেওয়ার দিন। যে সব সাংবাদিক খবর সংগ্রহের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের এ দিন স্মরণ করা হয়। ১৯৯১ সালে ইউনেস্কো-র সাধারণ সম্মেলনের ২৬ তম অধিবেশনে এ ব্যাপারে একটি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। তার ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস' ঘোষণা করে।

আলোচনার শেষে গিলারমা কানো ইসাজার প্রসঙ্গটি আনব। তাঁর নাম খুব কম মানুষ শুনেছেন। ১৯৫২ থেকে টানা ৩৪ বছর তিনি 'এল এসপেক্টাডোর'-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রভাবশালী মাদকচক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার লিখতে থাকেন। ১৯৮৬-র ১৭ ডিসেম্বর কলম্বিয়ার বোগোটায় বাইকে চেপে আসা আততায়ীরা তাঁকে তাঁর অফিসের কাছেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। এর তিন বছর বাদে ৩০০ পাউন্ড শক্তিশালী বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁর অফিসভবন। তাঁর বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পারিবারিক আইনজীবীকে হত্যা করা হয়। ১৯৯৭ সালে তাঁর নামে ইউনেস্কা পুরস্কার ঘোষণা করে। প্রতি বছর ৩ মে ইন্টারন্যাশনাল 'প্রেস ফ্রিডম ডে'-তে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

'২৪-এর ১৭ মার্চ বাঁকুড়া প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতার অংশ)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের তালিকায় এল মালদার ৩ ছাত্র

তাক লাগল কৃষকের ঘরের ছেলে শাহাবুদ্দিন আলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাধ্যমিকে মালদায় গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীদের জয়জয়কার। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের তালিকায় নাম উঠে এল মালদা তিন ছাত্রের। এবারে মাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় ৬৮৮ পেয়ে সম্ভাব্য ষষ্ঠ হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কৃষকের ঘরের ছেলে শাহাবুদ্দিন আলি। নিতান্তই গরিব পরিবার ছেলে এত ভালো ফলাফল করায় এলাকায় রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সে। প্রত্যন্ত এলাকায় থেকেও এত ভালো ফল করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে শাহাবুদ্দিন। ওই ছাত্রের বাবা সাইফুদ্দিন আহম্মেদ। তিনি পেশায় একজন ক্ষুদ্র চাষি। মা শিউলি খাতুন বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজ করে সংসার চালাতে সাহায্য করেন। মাত্র ২ বিঘা জমি রয়েছে তাঁদের। সেই জমিতে এই দুর্মূল্য বাজারে চাষাবাদ করে যা আয় হয়, তাতেই চলে সংসার। কালিয়াচক-৩ ব্লকের ভগবানপুরের এলাহিটোলা গ্রামে বাড়ি কৃতী ছাত্র শাহাবুদ্দিনের। সে ক্লাস সিক্স থেকে টার্গেট পয়েন্ট মিশনে পড়াশোনা করলেও এবারে কালিয়াচকের মোজমপুর সুভানি বিশ্বাস হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা সেন্টার হয়েছিল কালিয়াচক হাইস্কুলে। ভবিষ্যতে শাহাবুদ্দিন আইআইটিতে পড়তে চায়। পড়াশোনা তার ধ্যান-জ্ঞান। শাহাবুদ্দিনরা ২ বোন ও ১ ভাই। বড় মেয়ে সাজেদা খাতুন টার্গেট পয়েন্ট থেকে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে নিট প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শাহাবুদ্দিনের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। সে পেয়েছে বাংলায় ৯৮, ইংরেজি ৯৫, অঙ্ক ১০০, ভৌত বিজ্ঞান ৯৭, জীবন বিজ্ঞান ১০০, ইতিহাস ৯৮ এবং ভূগোলে ১০০। ওই ছাত্রের বাবা সাইফুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, 'আমার এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে কয়েক বিঘা জমির ওপর নির্ভর করে ছেলেকে পড়াচ্ছি। আমার স্ত্রী বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজ করে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। ছেলে এত ভালো ফলাফল করবে, ভাবতেই পারিনি। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। কী করে সেই টাকা জোগাড় হবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' ছেলে শাহাবুদ্দিন জানায়, 'মাধ্যমিকে যেরকম চেয়েছিলাম, তেমনই ফলাফল হয়েছে। কিন্তু মেধা তালিকায় জায়গা পাব, কোনও দিন ভাবিনা। খুব ভালো লাগছে। এরপর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। অন্যদিকে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্ভাব্য নবম স্থানে রয়েছে যৌথভাবে দু'জন মালদার। ৬৮৫ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে রাজ্যে নবম হয়েছে বিশাল চন্দ্র মণ্ডল এবং আমিনুল ইসলাম। এরা দু'জনেই কালিয়াচকের মোজামপুর হাইস্কুল থেকে পাঠারত কালিয়াচকেই তাদের বাড়ি। এদিকে মালদা শহরের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ও বারলো গার্লস হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরাও মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে।

বাবার কাছে পড়ে অঙ্কে ৯৮ পেলেন রায়গঞ্জের ভৌমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বাবার কাছে পড়ে অঙ্কে ৯৮ পেয়েছে রাজ্যে দশম স্থানাধিকারী রায়গঞ্জের মেয়ে ভৌমি সরকার। ফল প্রকাশিত হতেই আনন্দাশ্রু বাবা-মায়ের। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের ফল। পর্ষদের প্রকাশিত মেধা তালিকা অনুযায়ী এবারে মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থানে রয়েছেন রায়গঞ্জের মেয়ে ভৌমি সরকার। ভৌমি রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের উত্তর কলেজ পাড়ায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। ভৌমির বাবা সৌমেন্দ্র সরকার রায়গঞ্জ জেলা আদালতের কর্মী। মা হ্যাপি মণ্ডল সরকার বাড়িভাল হাই স্কুলে পার্শ্ব শিক্ষিকা। তিনি জানান, ফলের খবর শুনে খুব ভালো লাগছে। দিনভর পড়াশোনা করতেন। প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষক থাকলেও অঙ্ক করতেন বাবার কাছেই। তার হবি গল্পের বই পড়া। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে তার। বাবা-মায়ের যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছেন। ভবিষ্যতে গবেষণা করতে চান তিনি। ভৌমির এই সাফল্যে খুশি তার মা হ্যাপি মণ্ডল সরকার। তিনি পেশায় অঙ্কের পার্শ্ব শিক্ষিকা। তিনি জানান, মেয়ে ১ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকবে সেটা আশা ছিলই। সেই আশা পূরণ হল। বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিল ভৌমি। ফলাফলে খুশি ভৌমির বাবা সৌমেন্দ্র সরকারও। তিনি জানান, মেয়ের ফলাফল যথেষ্ট ভালো হয়েছে। তবে আর একটু ভালো আশা করেছিলেন। মেয়েকে পড়াশোনার জন্য কোনো দিনই চাপ দিতে হত না। সে নিজেই সময় মেইনটেইন করে পড়ত। মেয়েকে সরকম ভাবে সহায়তা করেছেন তিনি। ভৌমির ফলাফলে খুশি তার স্কুলও।

Indrani Devi Institute of Education
(Composite Institution)
Durgaprasad, Bhanderhati, Hooghly, 712301
RECOGNIZED BY NCTE & AFFILIATED TO BSAEU & WBBPE
Applications are invited through mail (indranieducation@gmail.com) and post for the faculty of HOD, Lecturer in Foundation course (2), Bengali, English, Social Science, Mathematics, Science Group, Music, Librarian and Fine Arts for D.El.Ed department of the college within 7 days. Contact - 90645 79694, 89265 99912.
SD/-Secretary

মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আরামবাগের মুখ উজ্জ্বল করল তপজ্যোতি মণ্ডল

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হল। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ৫৭ জন। এর মধ্যে হুগলি থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে দু'জন পড়ুয়া। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর সম্ভাব্য চতুর্থ স্থান অধিকার করে হুগলির আরামবাগ মহকুমার মুখ উজ্জ্বল করল গোঘাট বিধানসভার কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্র তপজ্যোতি মণ্ডল। তার প্রাপ্য নম্বর ৬৯০। জানা গেছে, বিভিন্ন জেলা ও কলকাতা থেকে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। তপজ্যোতির সাফল্যের দিনে যারা পাশে ছিলেন তাঁদের কথাও তিনি বলেন। তার স্কুলের শিক্ষক থেকে গৃহশিক্ষক সকলেই সাহায্য করেছিলেন সে কথাও জানায় তাদের পরামর্শ অনুযায়ী, রুটিন মেনে লেখাপড়ার কথাও জানায়। সেই আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায়। বাবা পেশায় শিক্ষক ও মা গৃহিনী। জানা গেছে, তপজ্যোতি প্রথম থেকেই স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করত। পাশাপাশি গান ও ছবি আঁকতে ভালোবাসে। বাড়ি কামারপুকুর ডাক বাংলো এলাকায়। তপজ্যোতির এই সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকাবাসী। তপজ্যোতি মণ্ডলের বিষয় ভিত্তিক নম্বরগুলি বাংলা প্রথম পত্রে ৯৭, ইংরেজি ৯৭, অঙ্ক ৯৯, জীবন বিজ্ঞান ১০০, পদার্থ বিজ্ঞান ৯৯, ইতিহাস ১০০, ভূগোল ৯৮। তপজ্যোতির সাফল্য প্রসঙ্গে তার মা অদিতি মণ্ডল বলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করলে অবশ্যই সফল হবে। আশা করেছিলাম ছেলে ভালো ফলাফল করবে, কিন্তু এক থেকে দশের মধ্যে স্থান হবে আশা করিনি। ছেলে পড়াশোনা বাদে আবৃত্তি, গান করে ও কার্টুন দেখতে পছন্দ করে। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। প্রতিটি বিষয়েই ওর শিক্ষক ছিল। বাবা সব্যসাচী মণ্ডল বলেন, ছেলে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে প্রচুর আনন্দ হচ্ছে। ও নিজের মতো করে পড়াশোনা করেছে। ছোট থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো। ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। চতুর্থস্থান অধিকারী তপজ্যোতি মণ্ডল বলে, আশা ছিলাম ভালো কিছু হবে। চতুর্থ হওয়াটা আশা করিনি। আমার পদার্থবিজ্ঞানটা ইন্টারেস্ট ছিল। তবে বায়োলজি ভালো লাগত। বড় হয়ে আমি ডাক্তার হতে চাই। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি আবৃত্তি, গান এবং ছবি আঁকতে ভালোবাসি। মাধ্যমিকের সময় ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করতাম। টাইমটেবিল নির্দিষ্ট ছিল না, যখন ভালো লাগতো তখন পড়তাম। চতুর্থ হওয়াটা যথেষ্ট ভালো লাগছে। আগামী দিন যারা পরীক্ষা দেবে তাদের একটা কথাই বলব পরিশ্রম করলেই সাফল্য পাওয়া যাবে। সবমিলিয়ে তপজ্যোতি আরামবাগ মহকুমা তথা হুগলি জেলার মুখ উজ্জ্বল করল।

মেধা তালিকায় অবিভক্ত মেদিনীপুরের ৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে মোট আটজন এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৮৮ নম্বর পেয়ে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র কৌস্তভ সাহু ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জ্ঞানদীপ বিদ্যাপীঠের সুপম কুমার রায় এবং বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের কৌস্তভ মাল ৬৮৭ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান পেয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর মিশন গার্লস স্কুলের ছাত্রী তনুকা পাল ৬৮৬ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে। ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র ধৃতিমান পাল এবং ঝাড়গ্রাম রানি বিনোদ মঞ্জুরী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অন্বেষা ঘোষ। ৬৮৪ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সম্পাদ পারিয়া এবং ঋতম দাস। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যায়তনের ছাত্র অগ্নিভ পাত্র মেধা তালিকার দশম স্থানে রয়েছে।

NOTICE
IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) DHARMANAGAR NORTH TRIPURA
Title Suit (Partition) 01/2020

1. Sri Paritosh Datta, S/O Lt. Pramod Datta of Vill-East Panisagar, PO & P.S.-Panisagar, Dist.-North Tripura, State-Tripura ...PLAINTIFF

-Versus-

1. Sri Pradip Datta, S/O Lt. Pramod Datta, Of 131/, Bipin Behari Ganguly Street, Lebutala, Bowbazar, Near Muthoot Fincorp Limited, Fordyce Lane, Kalibari, Kolkata, State West Bengal, Pin-700012
2. (a) Smt. Prativa Datta, W/o Lt. Pranab Datta of Vill-East Panisagar, P.O. & P.S.Panisagar Dist.-North Tripura, State-Tripura
   (b) Sri Poltu Datta, S/o Lt. Pranab Datta of Vill-East Panisagar, P.O. & P.S.Panisagar Dist.-North Tripura, State - Tripura
3. Smt. Purabi Majumder, W/O-Sri Tushar Majumder, D/O Lt. Pramod Datta, Of Rajbari, P.O. - Rajbari, PS-Dharmanagar, Dist.-North Tripura, State - Tripura .... DEFENDANTS

WHEREAS, the above name Plaintiff has made a petition under section 22 of Specific Relief Act1963 before the Ld. Court for partition of the suit land.
Hence, if anybody has any objection in this respect, you are hereby asked to appear in this court in person or by an advocate duly instructed and able to answer all material questions relating to this case and file written objection if any against the petition and produce documents upon which you intend to rely in support of your objection within 15 (fifteen) days from the date of publication of this Notice.
You are hereby also informed that free legal service from the Tripura State Legal Service Authority (TSLSA), District Legal Service Authorities (DLSAs) and Sub - Divisional Legal Service Committees (SDLSCs), as per eligibilities criteria, are available to you and in case you are eligible and desire to avail the free legal service, you may contact any of the Legal service Authorities/Committees.
In default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and decided in your absence as per law.
Given under my hand and the seal of the court this 20th day of November 2023.

SCHEDULE OF LAND
Land under North Tripura District, Sub - Division & revenue circle: Panisagar, Mouja & Tehsil - Panisagar, Touji No. (1399 P), Khatian No. 64. Sabek Plot NO. 1543/7104 corresponding to Hal Plot No. 2369, nature of land as Bastu (Tila), total land measuring 0-220 acre which is bounded as follows:- North by : Srikanta Das; South by : P.W.D. Rond; West by : Nityananda Das; East by : Dilip Kr. Nath.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ধাত্রীগ্রাম শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.০১.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সেকেন্দর শেখ** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,৩৪,৪২৫.১৬ টাকা (পনের লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশ পঁচিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ধাত্রীগ্রাম শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৫,৩৪,৪২৫.১৬ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত প্লট নং ৪৯৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৭০৫৪, জেএল নং ১৬৪, মৌজা : কালনা, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ৪৩, লক্ষণপাড়া, পো এবং থানা : কালনা, রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা কালনা এবং জেলা: পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সুদীপ্ত দত্ত গুপ্ত এর পুকুর, পূর্বে : পুর সড়ক এবং দিলীপ প্রামাণিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ইলিয়াস শেখের সম্পত্তি।

তারিখ- ২৬.০৪.২০২৪
স্থান- ধাত্রীগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (প.ব.), পিন - ৭১৩ ৩০১, ইমেল : A659@indianbank.co.in

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ১) **মেসার্স আদিত্য এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **অংশীদারগণ : শ্রী নীলাঞ্জন মাজি এবং শ্রীমতি মন্দিরা মাজি** গ্রাম : কানপুর, পো : চণ্ডীপুর, পিন :৭১৩১২৫, জেলা: বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ২) **শ্রী নীলাঞ্জন মাজি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম : কানপুর, পো : চণ্ডীপুর, পিন :৭১৩১২৫,জেলা: বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৩) **শ্রীমতি মন্দিরা মাজি (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম : কানপুর, পো : চণ্ডীপুর, পিন :৭১৩১২৫,জেলা: বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ খ) আসানাসোল মেন ব্রাঞ্চ	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** দান দলিল নং ০০৩৪৯/২০০৭, আরএস প্লট নং ২০০৭, ২০০৮ এবং ২০০৯,আরএস খতিয়ান নং ৯২, মৌজা : প্লট নং ২০০৮-১১ ডেসিমেল, প্লট নং ২০০৯-৬২ ডেসিমেল, **মোট পরিমাণ ৯১ ডেসিমেল, চৌহদ্দি** : উত্তরে : ভাতাত-বনপাশ রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি,পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : দান দলিল নং ০০৩৪৯/২০০৭, আরএস প্লট নং ২০০৭, ২০০৮ এবং ২০০৯, আরএস খতিয়ান নং ৯২, মৌজা চণ্ডীপুর, জেএল নং ৪১, প্লট নং ২০০৭-১৮ ডেসিমেল, প্লট নং ২০০৮--১১ ডেসিমেল, প্লট নং ২০০৯ - ৬২ ডেসিমেল, **মোট পরিমাণ ৯১ ডেসিমেল, চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভাতাত-বনপাশ রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক) ০৩.০৩.২০২৪ খ) ২৯.০৪.২০২৪ গ) **১,৮১,০৫,৫৩৩.০০ টাকা** (এক কোটি একাশি লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা) ২৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৬.০৪.২০২৪ থেকে উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank Syndicate

দাবি নোটিশ
ধারা ১৩(২)

খড়গপুর ইন্দা ব্রাঞ্চ
২য় তল, পীরবাবা টাওয়ার, ইন্দা ও.টি. রোড, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৩০৫

Ref.: RO:HWH:R&L:SARFAESI:2024-25:48 তারিখ : ২০.০৪.২০২৪

প্রতি,
১. **শ্রী গুরমিত সিং (ঋণগ্রহীতা),** ২০৩, গোল বাজার, রেলওয়ে মার্কেট খড়গপুর, মেদিনীপুর পশ্চিম, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ,পিন :৭২১৩০১।
২. **শ্রী সুখপাল সিং (জামিনদাতা),** পিতা শ্রী ত্রিলোক সিং, দেওয়ানমারো, পো : নিমপুরা, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭২১৩০১য

মাননীয় মহাশয়,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ
নিম্নস্বাক্ষরকারী **কানাড়া ব্যাঙ্ক, খড়গপুর ইন্দা ব্রাঞ্চ** (পরবর্তীতে উল্লিখিত ''জামিনদত্ত ঋণদাতা'' হিসেবে) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের পরবর্তীতে ''আইন'' হিসেবে উল্লিখিত নিযুক্ত মতে সংশ্লিষ্ট আপনাদের প্রতি নিম্নোক্ত মতে নোটিশ ইস্যু করেছেন :
আপনারা অবগত আছেন যে **শ্রী গুরমিত সিং** (পরবর্তীতে **''ঋণগ্রহীতা''** হিসেবে উল্লিখিত) প্রতিনিধি হিসেবে ''সিডিউল এ'' তে বর্ণিত মতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং কানাড়া ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) অনুকূলে জামিন চুক্তি/গুলিতে বদ্ধ হয়েছেন নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সমূহ জামিনদত্ত হিসেবে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ঋণগ্রহীতা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন ঋণগ্রহীতা হিসেবে এবং চুক্তির নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী পরিশোধ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।
জামিন অধীনে ঋণদাতা অবগত হয়েছেন **শ্রী সুখপাল সিং (**পরবর্তীতে ''**জামিনদাতা**'' হিসেবে উল্লিখিত**),** সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা ব্যতীত দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং অন্যান্য সকল দায় এবং দায়িত্ব যা ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণগ্রহীতা আর্থিক সুবিধা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যার সীমা **৭,০০,০০০.০০ টাকা** (সাত লাখ টাকা) টাকা সুদ সহ পরিশোধে দায়বদ্ধ।

সিডিউল - এ

ঋণের প্রকৃতি/সীমা (লোন এ/সি নং)	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সহ দায়বদ্ধতা	সুদের হার
কর্পোরেট ওডি (৯৫৫৭১২৫০০০০০৬০)	৭,০০,০০০.০০ টাকা	৫১,৮৭,০০৮.৪১ টাকা	১৫.৫০ শতাংশ

উক্ত ঋণ/ঋণ সুবিধাদি নিম্নোক্ত তপসিলে বিস্তারিত বিশেষ মতে বর্ণিত সম্পদের বন্ধকের দ্বারা গৃহীত যা সংশ্লিষ্ট নথিতথ্য ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত। যেহেতু আপনারা আপনাদের দায় সম্পাদনে নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ৩১.০৩.২০১১** তারিখে ঘোষণা করেছে। ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই নোটিশ আপনাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হচ্ছে উক্ত সমগ্র দায় **৫১,৮৭,০০৮.৪১ টাকা** (একান্ন লাখ সাতাশি হাজার আট টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা **৩১.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সুদ সহ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে আদায় দিতে এবং ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
আরও অবগত হন সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সিডিউল বি তে বর্ণিত মতে কোনওভাবেই আগাম অনুমতি ব্যতীত লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই নোটিশ সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে এবং/বা অন্যান্য প্রচলিত আইনের উপায়ন্তর ব্যতীতই ইস্যু করা হয়েছে।
আপনাদের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
দাবি নোটিশ অ্যাকনলেজমেন্ট সহ রেজিস্টার্ড ডাকেও পাঠানো হয়েছে ব্যাঙ্কের নিকট থাকা আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়।

তপশিল -বি
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি, দ্বিতীয় মেজেনাইন ফ্লোর, উক্ত প্রেমিসেস ৩২৮/১, খড়গপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৯, অবস্থিত জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পো অফিস : খড়গপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-খড়গপুর, মৌজা : খড়গপুর খাস জঙ্গল, জেএল নং ১৪২, তৌজি নং ২৭২৩, আরএস নং ৩১০১, আরএস খতিয়ান নং ৭২৩, সিএস প্লট নং ৬০৭, আরএস প্লট নং ৬১২, সিএস প্লট নং ৬০৮, আরএস প্লট নং ৬১৩, পরিমাণ আনুমানিক০.০৬ একর এবং তদস্থিত ফ্ল্যাট নির্মিত পরিমাণ ৭৭৯ বর্গফুট , খড়গপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৯, কমবেশি এবং ৭৯ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের এরিয়া সিঁড়ি এবং অবিভক্ত ১/৯ তম অবিভাজ্য জমির অংশ অর্থাৎ ০.০০৬৭ একর উক্ত প্রেমিসেসে এবং সুবিধা এবং যাবতীয় পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, দুই বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক টয়লেট এবং বাথ, দুই ব্যালকনি, এক কিচেন, ঢাকা এরিয়া ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৯ বর্গফুট এবং ৭৯ বর্গফুট সকলের পার্কিং এরিয়া, **শ্রী গুরমিত সিং এর নামে। উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুভাষ চাঁদ জৈন এর ভবন, দক্ষিণে: মনোরঞ্জন দাসের ভবন, পূর্বে : শ্রী সেনগুপ্তর ভবন, পশ্চিমে : নিকাশি এবং পুর সড়ক।
স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী গুরমিত সিং।

তারিখ : ২০.০৪.২০২৪
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়,
ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০,
ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

''পরিশিষ্ট -IV-A'' [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) জামিনদত্ত ঋণদাতা অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২২.০৫.২০২৪ তারিখে **১৭,৬৬,২৭৬.০০ টাকা (সতের লাখ ছেষট্টি হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা) টাকা** (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত উক্ত অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী সুদ সহ) ০২.০৫.২০২৪ অনুযায়ী, ০৩.০৫.২০২৪ **থেকে** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) কোন্নগর শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক শ্রী অনুপম দাস (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত রণধীর দাস, নাইতি রোড, ছোটো বাহেরা, পো. বেরা বাহেরা, নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬, পব, শ্রী রাজীব দাস (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত রণধীর দাস, নাইতি রোড, ছোটো বাহেরা, পো. বেরা বাহেরা, নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬, পব, শ্রীমতি পম্পি দাস (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী অনুপম দাস নাইতি রোড, ছোটো বাহেরা, পো. বেরা বাহেরা, নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬, পব, এবং শ্রীমতি শম্পা দাস (জামিনদাতা), স্বামী শ্রী রাজীব দাস, নাইতি রোড, ছোটো বাহেরা, পো. বেরা বাহেরা, নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৬, পব** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ঢাকা এরিয়া ৬৪২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতলে, ''ঝিনুক অ্যাপার্টমেন্ট'' নামে পরিচিত ভবনে, জেএল নং ৬, মৌজা : খোড়দোবাহেরা, আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৭৪, সিএস দাগ নং ২১৯, এলাআর দাগ নং ১০৭১,আরএস খতিয়ান নং ৭৪ এবং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০/১,নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, প্রেমিসেস নং ২৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২১৯০-২০১৫ সালের, তারিখ ২৬.০৩.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৬৪৮১ থেকে ৬৪৯৮, সম্পত্তি অনুপম দাস এবং রাজীব দাসের নামে।
সম্পত্তির দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে	নেই
সংরক্ষিত মূল্য	৯,৯০,০০০ টাকা
ইএমডি পরিমাণ	৯৯,০০০ টাকা
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ	১০,০০০ টাকা
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	তারিখ ২২.০৫.২০২৪ **সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
সম্পত্তির আইডি নং	**IDIB50272032847**

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কিউআর কোড

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	নথি	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ভিডিও

সম্পত্তির ফটো

যোগাযোগের ব্যক্তি :
১. অনুমোদিত অফিসার ৯৪৩৯৩ ৩৯৮৫৫
২. শাখা ম্যানেজার ৮৪৭৩৮২৯৯৫২

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 17.04.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স রাধা কৃষ্ণ অটো কোচ 2. সজল সরকার 3. মিতু সরকার	সম্পত্তির ঠিকানার সমস্ত টুকরো এবং নির্দিষ্ট অংশ: 2 কাঠা এবং 13 ছটাক মাপের জমি যেটা মৌজা দত্তপুকুরে জে.এল. নং 122, আর.এস. নং 212, সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং 19, আর.এস. খতিয়ান নং 1367, 440 ও 284, এল.আর. খতিয়ান নং 1132/4, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং 380, থানা - বারাসাত দত্তপুকুর, জেলা 24 পরগনা (উত্তর) এর অন্তর্গত, দত্তপুকুরের 1নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ 743248 এর পরিধির মধ্যে অবস্থিত সীমানা — পূর্ব: আসিম সাহেবের বাড়ি; পশ্চিম: 6 ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ; উত্তর: সিজিআই শেড ঘর; দক্ষিণ: একতলা বিল্ডিং	KOLHL1800 0573	7 ডিসেম্বর 2023	টা. 2,12,385.10/-	টা. 2,754,405.13/-	টা. 21,23,851/-	14-05-2024	20-05-2024 সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 5:30

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **18/05/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **20/05/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **21/05/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - সঞ্জয় বিশ্বাস, সিনিয়র ম্যানেজার:- পশ্চিমবঙ্গ, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ: 9831159100 এবং সন্তোষ তিওয়ারী, যোগাযোগ: 9920490126, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098**। ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 03.05.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বিজেপির পথসভায় সন্দেশখালির মহিলার উপস্থিতি নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিজেপির পথসভায় সন্দেশখালির এক মহিলার উপস্থিতি নিয়ে জল্পনা সৃষ্টি হল।

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আহলুয়ালিয়ার সমর্থনে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা বাদ্যকর পাড়ায় বিজেপির তরফে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি অমিতাভ গড়াই। পাশাপাশি দেখা গেল পথসভার মঞ্চে সন্দেশখালি থেকে

আসা এক মহিলা বক্তব্য দিতে উঠলেই সাংবাদিকদের দেখেই তিনি তাঁর বক্তব্য থামিয়ে দেন এবং সাংবাদিকদের ভিডিও করতে নিষেধ করা হয় বিজেপির দলীয় কর্মীদের তরফ থেকে।

সন্দেশখালি থেকে আসা মহিলাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি কোনও রকম উত্তর দিতে পারেননি। যদিও শেষমেষ সাংবাদিকরা নিজেদের কাজে অনড় থাকায় পথসভায় কোনওরকম বক্তব্য না দিয়েই ওই মহিলা মঞ্চ ছাড়েন। যদিও আসানসোল জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি অমিতাভবাবু জানান, সন্দেশখালির মহিলারা নির্যাতিতা। তাই রাজ্যের প্রত্যেকটি জায়গায় মহিলাদের শাহজাহান স্বরূপ কতিপয় নেতার অত্যাচার থেকে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে এসেছেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে তৃণমূলের বহুলা পঞ্চায়েতের প্রধান বীর বাহাদুর সিং জানান, বিজেপি অর্থবলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলাদের নিয়ে এসে সন্দেশখালির নাম করে ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এই বিষয় নিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনারের কাছে যাবেন। যে মহিলারা সন্দেশখালির নাম করে এলাকায় ঘুরছেন, তাঁদের সঠিক পরিচয়পত্র দেখা হোক।

উল্লেখ্য, সূর্যের প্রচণ্ড তেজ মাথায় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। ভোটের প্রচারে প্রার্থীরা কেউ কেউ হুডখোলা গাড়িতে কেউবা পায়ে হেঁটে প্রচারে নজর কাড়ছেন ভোটারদের। পাশাপাশি প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরাও নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত তাঁদের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর জন্য।

ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের নবাব হাটে একটি তিনতারা হোটেলে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি, বিধায়ক ও জেলার সভাপতি থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরের তৃণমূলের নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। আগামী ১৩ মে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে ভোটের রণকৌশল ঠিক করেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার জানিয়েছেন, এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা মেমারিতে পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় বর্ধমানে নবাব হাটের একটি তিনতারা হোটেলে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতিকে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'দিলীপ ঘোষকে হারানোর জন্যই বিজেপি প্রার্থীর টিকিট দিয়েছে। তাঁর দল তাঁকে তাঁর জয়ী আসন থেকে অন্যত্র সরিয়ে এনেছে। আর বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষ দিলীপ ঘোষকে একটাও ভোট দেবে না।'

উল্কাপাত আতঙ্ক! কারখানার যন্ত্রাংশের টুকরো ছিটকে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: উল্কাপাত! প্রথমে তেমন অনুমান করেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ার ইকরা শিল্পতালুকে। পরে জানা যায়, কোনও উল্কাপাতের ঘটনা এটা নয়। লাগোয়া এলাকায় এক রোলিং মিল কারখানায় আরপিএম মোটরের হুইল খুলে গিয়ে ওই রোলিং মিলের চাল ফুটে জামুড়িয়ার তিন পৃথক স্থানে সেই মোটর ছিটকে পড়ে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

এই ঘটনায় ইকরা গ্রাম এলাকার বাউড়িপাড়ার অমর বাদ্যকর নামের এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে আছড়ে পড়ে সেই যন্ত্রাংশ, এই ঘটনায় তাঁর মেয়ে বছর ১৮র ঝুলন বাদ্যকর গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁর শরীরের কিছু অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পরে দ্রুত তাঁকে স্থানীয় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এর পাশাপাশি প্রতিবেশী অনিল বাদ্যকরের বাড়ির ছাদে ওই যন্ত্রাংশটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ে অমর বাদ্যকরের বাড়ির উঠোনেও ছিটকে পড়ে যন্ত্রাংশের টুকরো।

যদিও প্রথমদিকে এই ঘটনাটি উল্কাপাতের ঘটনা বলে চারিদিকে গুজব রটে যায়, পরে অবশ্য যন্ত্রাংশ ছিটকে পড়ার খবর সামনে আসে। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘিরে রেখেছে এলাকাটিকে। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল ও এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে কী ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, তা নিয়েই চলছে এখন জোর আলোচনা। জানা গিয়েছে, ইকরা এলাকাতেই নয়, ইকরার রাজা রামডাঙা ও জাদুডাঙা এলাকাতেও এই কারখানার যন্ত্রাংশ ছিটকে পড়ে, সেখানেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু মানুষজনের বাড়িঘর।

পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরেজমিনে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এদিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই কারখানার সামনেই রাস্তা অবরোধ করে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। এই ঘটনার পরপরই বিক্ষুব্ধ মানুষজন ওই কারখানার চত্বরে ঢুকে ব্যাপক ভাবে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। তারপরই কারখানা ছেড়ে পালিয়ে যান সকলেই, পুলিশের বিশাল বাহিনী মোতায়ন রয়েছে ওই কারখানায়।

সুজাতা মণ্ডলের হাত ধরে ৩০০ বিজেপির তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচনের দিন যতই কাছে আসছে, ততই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের পাশাপাশি এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল প্রচারে গিয়ে নিজেদের হাত শক্ত করে নিলেন বলে দাবি। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এদিন সোনামুখী বিধানসভার নিত্যানন্দপুর গ্রামে ভোটপ্রচারে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলে এর হাত ধরে প্রায় ৭০ এর অধিক পরিবার থেকে আনুমানিক ৩০০ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপির কার্যকলাপের ওপর অতিষ্ঠ মানুষ। বিজেপির মধ্যে রয়েছে দলাদলি এই দলটার কোনও কিছু নেই। চরম অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছে পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে এই এতসংখ্যক বিজেপি কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

অন্যদিকে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, সোনামুখী এলাকায় তৃণমূল বলতে কিছু নেই। কে পতাকা ধরাচ্ছে কাকে পতাকা ধরাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আর নিজেদের লোককে পতাকা ধরিয়ে ভোটের আগে হাওয়া গরম করতে চাইছে তৃণমূল। এসব করে কোনও লাভ হবে না বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি বিধায়ক।

যতগুলি ভোট ততগুলি গাছ লাগানোর আহ্বান দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: যারা দলকে ভোট দেবেন তারা প্রত্যেকে একটি করে গাছ লাগান। ঘাটালের একটি রক্তদান শিবির থেকে এই বার্তা দিলেন বিদায়ী সাংসদ এবং তৃতীয় বারের তৃণমূল প্রার্থী দেব। বৃহস্পতিবার তিনি রক্তদান করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ঘাটালের খড়ার এলাকার স্বয়ম্বর লজে দেব অধিকারীর পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রীষ্মকালীন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

তীব্র গরম এবং নির্বাচনের জন্য জেলায় রক্তদান শিবির সেভাবে আর হচ্ছে না।

সাংসদ পরিবারের পক্ষ থেকে তাই এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে দেব বলেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য ক্রমশ গরম বাড়ছে। আমাদের প্রত্যেককে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে এগিয়ে আসতে হবে। যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন তারা প্রত্যেকে একটি করে গাছ লাগান অর্থাৎ দল যতগুলি ভোট পাবে ততগুলি বৃক্ষরোপণ করার কথা

বলেন তিনি। গাছ লাগানোর মধ্যে যেহেতু রাজনীতি নেই, তাই শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বিজেপির প্রতিও তিনি গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

তিনি যেহেতু মনোনয়ন পত্র জমা দিচ্ছেন তাই সংবাদমাধ্যম তাঁর সঙ্গে থাকবে, এই কারণে বিশেষ দিনটি তিনি রক্তদান করার জন্য বেছে নিয়েছেন, যাতে মানুষ রক্তদান করার মতো মহৎ কাজে উৎসাহিত হয় এবং রক্তদান করার বার্তা পায়।

রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে জগন্নাথ সরকার নামে দুই প্রার্থী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে একই নামে দুই প্রার্থী, নির্দল -বিজেপি একই নামের প্রার্থী হওয়ায় তুঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটপ্রচার শুরু করেছেন সমস্ত দলের রাজনৈতিক প্রার্থীরা। তবে এবার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে বড়সড় চমক এবার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ও নাম উঠে আসল জগন্নাথ সরকার নামে আর এক ব্যক্তির। যদিও এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার।

তিনি জানান তৃণমূল কারসাজি করে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে তাঁর নামেই তবে মানুষ অত বোকা নয়। মানুষ জানে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে। তার কারণ জগন্নাথ সরকার নামে যে প্রার্থী প্রথম থেকে মানুষের পাশে থেকে ভোট প্রচার চালাচ্ছেন তিনি বিজেপির এবং ইভিএম দু'নম্বর সুইচে রয়েছে তাঁর নাম। তাই তৃণমূল কংগ্রেস চক্রান্ত করে একই নামে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করালেও কাজের কাজ কিছু হবে না। মানুষ ভোট দেবে নরেন্দ্র মোদি এবং পদ্মফুল চিহ্নকে সামনে রেখে। যদিও এই ঘটনায় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ড. মুকুটমণি অধিকারী জানান, কে জগন্নাথ সরকার ভোটে দাঁড়িয়েছেন সে ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই। তবে যে কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন সেটা জগন্নাথ সরকার নামেই হোক বা অন্য নামেই হোক। তবে ১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে কেউ জগন্নাথ সরকারকে দেখে ভোট দেয়নি। এ কথাটা মাথায় রাখতে হবে তাই ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে জগন্নাথ সরকার বিপুল ভোটে হারবেন, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

টেস্টের খারাপ ফলই টার্নিং পয়েন্ট, দাবি মাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী নীলাঙ্কনের

ব্যান্ডেল ● বনস্পতি দে

নীলাঙ্কন মণ্ডল একটা সময় পড়াশোনায় কিছুটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল, এমনকী সেই কারণেই মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাতেও ফলাফল ভালো হয়নি। যার জেরে স্কুল থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল মা-বাবাকে। তারপরেই সোজা ১৮০ ডিগ্রি মোড়, বেড়ে যায় পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ। তারই ফলস্বরূপ মাধ্যমিকে ৯৭.৭১ শতাংশ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অর্জন করেছে ব্যান্ডেলের এলিট কো এডুকেশন স্কুলের ছাত্র নীলাঙ্কন মণ্ডল। গবেষণা করার ইচ্ছে নীলাঙ্কনের। পাণ্ডুয়া স্টেশন রোডের বাসিন্দা পার্থসারথি মণ্ডল ও সুজাতা মণ্ডলের ছেলে নীলাঙ্কন। মাধ্যমিকে তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। বাবা পার্থসারথী মণ্ডল কালনা শ্রী শ্রী নীগমানন্দ বিদ্যামন্দিরের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। মা সুজাতা মণ্ডল গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই গল্পের বই পড়া এবং গিটার বাজানোর শখ নীলাঙ্কনের। বাংলা এবং পদার্থ বিজ্ঞান ছাড়া বাকি পাঁচটি বিভাগে পাঁচজন শিক্ষক ছিল তার। বাবা পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ায় বাবার কাছেই সেই বিষয়ে পড়াশোনা করত নীলাঙ্কন। এমন সাফল্যের পর নীলাঙ্কনের ইচ্ছা আগামী দিনে গবেষণা করার।

টেস্টের রেজাল্টই টার্নিং পয়েন্ট। এই বিষয়ে নীলাঙ্কন জানাচ্ছে, টেস্ট পরীক্ষার আগে পর্যন্ত পড়াশোনা নিয়ে অতটা মনোযোগ ছিল তার। যে কারণে টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল খুব একটা ভালোও হয়নি। আর সেটাই হয় টার্নিং পয়েন্ট। স্কুল থেকে তাকে ডেকে বোঝানো হয় যে, তাকে নিয়ে স্কুল খুবই আশাবাদী। তারপর থেকেই পড়াশোনায় আরও মনোনিবেশ করে নীলাঙ্কন। সেখান থেকে শুরু হয় রাত জেগে পড়াশোনা। নীলাঙ্কন জানাচ্ছে, সে কখনওই র‌্যাঙ্ক করার লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা করেনি। বরং আরও বেশি করে জানার ইচ্ছা থেকেই পড়াশোনা করেছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি গিটার বাজানো এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাও তার বিশেষ পছন্দের। মহাকাশের অজানা তথ্য তাকে সবসময় আকর্ষিত করে। তাই বড় হয়ে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করার স্বপ্ন রয়েছে নীলাঙ্কনের।

মাধ্যমিকে এবার যুগ্ম অষ্টম ও দশম স্থানাধিকারী বর্ধমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। এবার প্রথম দশে রয়েছেন ৫৭ জন। পাশের হারে এগিয়ে কালিম্পং। তারপর রয়েছে মেদিনীপুর এবং কলকাতাও। শহর বর্ধমানের বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলে দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৬ নম্বর পেয়ে। তার বাড়ি ছোটনীলপুর এলাকায়। দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে। বাবা পেশায় দাঁতের চিকিৎসক মানিক ভট্টাচার্য, মা দীপা ভট্টাচার্য গৃহবধূ। পাশাপাশি শহর বর্ধমানের বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুলের ইন্দ্রানী চক্রবর্তীও অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। শুধু পড়াশোনা নয়, হাতের কাজেও বেশ পটু ইন্দ্রানী। তারও স্বপ্ন ভবিষ্যতে চিকিৎসক হবে। বাবা পেশায় পঞ্চায়েত কর্মী দেবপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মা হরিপ্রিয়া চক্রবর্তী গৃহবধূ। অন্যদিকে বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুলেরই সম্পূর্ণা তা, রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে। তার ইচ্ছা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার।

রতুয়ায় বিধ্বংসী আগুন, ক্ষতির মুখে ৭০টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রতুয়ায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ক্ষতির মুখে পড়েছে ৭০ টি পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত এইসব পরিবারের পাশে থাকলেন উত্তর মালদা তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর একইভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। বুধবার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর বাঁধ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়েছে ৭০টি বাড়ি। আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন ৭০ টি পরিবারের অসংখ্য মানুষ। আর এই ঘটনার পর নির্বাচনের প্রচার ছেড়েই দলের প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিষয় নিয়ে পরিষ্কার করে জানাতে পারেনি চাঁচল দমকল বিভাগের অফিসাররা। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রান্নার আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তীব্র গরমের মধ্যে আশ্রয়হীন হয়ে রয়েছে বলরামপুর এলাকার ৭০ টি পরিবারের শতাধিক মানুষ।

পুলিশ ও দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের বীণাপানি মণ্ডল (৭০) নামে এক বৃদ্ধা দগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। সুকুমার মণ্ডল নামে জনৈক এক ব্যক্তির বাড়িতেই প্রথম এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। তারপরে এই আগুন পরপর ৭০ টি বাড়িতে ছড়িয়ে যায়। বেশিরভাগ বাড়ি টিন, টালি, বাঁশ, চাটায়ের হওয়াই আগুনের তীব্রতা দ্রুত ধরে নেয়। মৃত বীণাপানি মণ্ডল সুকুমারের সম্পর্কে পিসি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সময় ওই বৃদ্ধা ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের তীব্রতার কারণে পালাতে পারেননি ওই বৃদ্ধা। ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন, দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণে নেভানোর সময় মেলেনি। চাঁচল মহকুমা থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে করে। লক্ষাধিক টাকার ফসল, নগদ অর্থ এবং ঘরোয়া সামগ্রী ক্ষতি হয়েছে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ ও দমকল দপ্তরের অফিসারেরা।

এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বুধবার থেকেই রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বলরামপুর এলাকায় পড়ে রয়েছেন উত্তর মালদা তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক সমর মুখার্জি এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। প্রশাসনের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বুধবার অভিষেক ব্যানার্জির সভা ছিল রতুয়ায়। সেই সভার শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিকাল গড়াতেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। নির্বাচনী প্রচার ছেড়ে বুধবার থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে রয়েছি। যদিও বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহযোগিতা করেছে প্রশাসন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নিচে যাতে থাকতে না হয় এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সহযোগিতা মিলে সে ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি।

রেজাল্ট ভালো না হওয়ার আশঙ্কায় আগেই আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রেজাল্ট ভালো হবে না সেই আশঙ্কা করেই মাধ্যমিকে ফলাফল বেরোনোর কিছুক্ষণ আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ওই পরীক্ষার্থীর নাম সায়ন ঘোষ। বাড়ি নদিয়ার চাপরা থানার দইয়ের বাজার এলাকায়।

জানা যায়, চাপরা থানার দইয়ের বাজার মহৎপুর এলাকার ছাত্র সায়ন ঘোষ। দইয়ের বাজার হাইস্কুলে পড়াশোনা করতে সে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সায়ন। বুধবার সায়ন ঘোষের মা-বাবা এক আত্মীয়র শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁরা রাতে বাড়িতে ফিরে ছেলে সায়নকে জিজ্ঞাসা করেন পরীক্ষার ফল কেমন হতে পারে? অন্তত পরিবারের মুখ রাখতে পারবে কিনা। এই বলেই প্রতিদিনের মতো রাতের খাওয়া দাওয়া করে সায়নের মা-বাবা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। অন্য একটি ঘরে সায়ন একাই থাকত। প্রতিদিনের মতো সেও ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। সায়ন ঘুম থেকে কিছুটা বেলা করেই প্রতিদিন ওঠে। সেই কারণে প্রথম দিকে পরিবারের কারও সন্দেহ হয়নি। পরে কিছুটা বেলা গড়াতে পরিবারের লোক ডাকাডাকি শুরু করে। তবে ভিতর থেকে কোনও উত্তর তারা পাচ্ছিল না। এরপর এই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে সায়ন ঘরের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। চিৎকার চেঁচামেচি করলে প্রতিবেশীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপর দরজা ভেঙে সায়নকে সেখান থেকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর সায়ন ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে আত্মীয়রাও ছুটে আসেন। এ বিষয়ে সায়ন ঘোষের পিসির ছেলে জানান, বুধবার মামা আর মামি শুধুমাত্র তাকে ফলাফল কেমন হবে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সায়ন এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল তার ফলাফল ভালো নিয়ে আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই কেমন হবে ফলাফল সেই ভেবেই হয়তো এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে সে। তবে ফল বেরনোর পর দেখা যায় সায়ন ঘোষ ৫০ শতাংশ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া পরিবার তথা প্রতিবেশীদের মধ্যে।

পুরুলিয়ায় দুঃস্থদের পাশে রোটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: তীব্র দাবদাহের আবহে পুরুলিয়ায় দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক সিলিকন ভ্যালি, স্মরণ ও ডোনেটো এবং ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।

পুরুলিয়ার দাড়িয়াকাটা সংলগ্ন এলাকায় শতাধিক দুঃস্থ বৃদ্ধ মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হল গামছা, জলের বোতল, ছাতা, খাবার, ওআরএস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী। এছাড়া পড়াশোনার জন্য শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাতা, পেন ও পেন্সিল। সংগঠনগুলির এই উদ্যোগে স্পষ্ট হল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা এবং মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সাহায্যের জন্য তাদের এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভার বাম প্রার্থীর একযোগে মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই লোকসভা কেন্দ্রের দুই বাম প্রার্থী একযোগে মিছিল করে নিজেদের মনোনয়ন জমা দিলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে। এদিন সকালে সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা কার্যালয় থেকে দুই প্রার্থী বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের যৌথ বিশাল মিছিল সহযোগে হাজির হন জেলাশাসকের দপ্তরে। নিজেদের জয়ের পরে ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দুই প্রার্থীই। দুই বাম প্রার্থীরই দাবি, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে যে শক্তিক্ষয় হয়েছিল তা এই লোকসভা নির্বাচনে পুনরুদ্ধার করেছে বামেরা। তাই লড়াই অনেকটা সহজ।

মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় দক্ষিণ দিনাজপুরের ছাত্রছাত্রীরা

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: মাধ্যমিকে এবছরের ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাতালিকায় বেশ কয়েকজন স্থান পেয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে। প্রথম দশে রয়েছে ৭ জন। স্বভাবতই খুশির হাওয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে।

জানা গিয়েছে, এ বছরের মাধ্যমিকে ফলাফলের ভিত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র উদয়ন প্রসাদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়

উদয়ন প্রসাদ

উদয়ন। প্রত্যেক বিষয়েই আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক ছিল তার। উদয়নের বাবা পেশায় একজন রাজনৈতিক কর্মী। অন্যদিকে, ৬৮৮ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে বালুরঘাট হাই স্কুলের আর এক ছাত্র কৃশানু সাহা। অরিজিত সিংয়ের গান আর শাহরুখ খানের সিনেমা দেখতে ভালোবাসে সে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় কৃশানু।

রাজ্যের মেধাতালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনজন। তারা হল বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শাশ্বত দে। বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী আবৃত্তি ঘটক এবং বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী অর্পিতা ঘোষ। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭। আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে আবৃত্তির। বাবা নির্মল ঘটক পেশায় একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তার মা দেবযানি চট্টোপাধ্যায় ঘটক পেশায় একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তার বাড়ি বালুরঘাট শহরের যোগমায়া এলাকায়। তবে ভবিষ্যতে প্রযুক্তি বিদ্যা (টেকনোলজি) নিয়ে পড়াশুনা করতে চায় অর্পিতা ঘোষ। বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা অর্পিতার বাবা একজন সরকারি কর্মী।

অন্যদিকে, বালুঘাট হাই স্কুলের ছাত্র রৌণক ঘোষ এবং বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বাউল পরমেশ্বর হাই স্কুলের ছাত্রী অস্মিতা চক্রবর্তী ৬৮৫ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। আগামীতে চিকিৎসক হতে চায় রৌণক।

উল্লেখ্য, এদিন মেধাতালিকায় জেলার পড়ুয়াদের নাম উঠে আসতেই জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের নানা মহল থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের। এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস জানান, মেধাতালিকের স্থান পাওয়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকেরা কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছেন।

কুস্তিকাণ্ডের ব্রিজভূষণের পুত্রকে প্রার্থী করল বিজেপি

লখনউ, ২ মে: জল্পনার অবসান। বিদায়ী সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংহকে চলতি লোকসভা নির্বাচনে আর প্রার্থী করছে না বিজেপি। পরিবর্তে তাঁর ছেলে করণভূষণ সিংকে উত্তরপ্রদেশের কায়সেরগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। তার পর থেকেই জল্পনা তৈরি হয় যে, ব্রিজভূষণকে কি আদৌ প্রার্থী করা হবে? শেষ পর্যন্ত লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থিতালিকা থেকে বাদ পড়ল তাঁর নাম। তবে কায়সেরগঞ্জে বিজেপি জিতলে রাশ ব্রিজভূষণের পরিবারের হাতেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কায়সেরগঞ্জ লোকসভা আসনের জন্য ব্রিজভূষণের ছেলের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত রায়বরেলী আসনের জন্যও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তারা। সেখানে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হচ্ছেন প্রতাপ সিং। ওই আসন থেকে জিতে সংসদে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সনিয়া গান্ধি।

প্রজ্জ্বলকে আক্রমণে রাহুল

বেঙ্গালুরু, ২ মে: কর্নাটকে লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে যৌন নির্বাচনে অভিযুক্ত কর্নাটকের জেডিএস সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার শিমোগায় কংগ্রেসের সভায় তিনি বলেন, 'অন্তত ৪০০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করেছেন প্রজ্জ্বল। আর জঘন্য সেই ঘটনাগুলির ভিডিও তিনি তুলে রাখতেন।' রাহুলের অভিযোগ, প্রজ্জ্বল-কাণ্ড নিছক যৌন কেলেঙ্কারি নয়, গণধর্ষণের ঘটনা।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার নাতির হয়ে ভোট প্রচারের জন্য নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করেন রাহুল। তিনি বলেন, 'এক গণধর্ষণকের পক্ষে ভোটপ্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। গত সপ্তাহে প্রজ্জ্বলের যৌন কুকীর্তির হাজার তিনেক ভিডিও ভরা একটি পেন ড্রাইভ প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগকারী বিজেপি নেতা দেবরাজ গৌড়ার দাবি, গত পাঁচ বছর ধরে হাসনের সাংসদ কয়েক হাজার মহিলাকে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন করে সেই ভিডিও নিজেই তুলে রাখতেন।

পার্সেল খুলতেই বিস্ফোরণে মৃত বাবা-মেয়ে

আমদাবাদ, ২ মে: অনলাইনে অর্ডার দেওয়া পার্সেল থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। তার জেরে মৃত্যু হল গুজরাতের এক ব্যক্তির। মৃত্যু হয়েছে তাঁর মেয়েরও। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত মৃত ব্যক্তির আরও দুই কন্যা। কী করে অনলাইন পার্সেলে বিস্ফোরণ হল, সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের ভাদালির একটি গ্রামে। জানা গিয়েছে, অনলাইনে কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলেন জিতেন্দ্র হীরাভাই ভাঞ্জারা। বুধবার তাঁর বাড়িতে সেই পার্সেল ডেলিভারি হয়। পার্সেল খুলতে গিয়েই বিপত্তি। প্রবল শব্দে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যেই জিতেন্দ্রর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয় বাড়িতে থাকা জিতেন্দ্রর তিন কন্যা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের।

সিবিআইয়ের ওপর 'নিয়ন্ত্রণ' নেই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২ মে: সিবিআই স্বশাসিত সংস্থা। এই সংস্থার উপর কেন্দ্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাজ্যের করা এক মামলায় শীর্ষ আদালতে জানিয়ে দিল মোদি সরকার। সেই ২০২০ সালেই রাজ্যে ইচ্ছামতো সিবিআই তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র বা 'জেনারেল কনসেন্ট' প্রত্যাহার করে তৃণমূল সরকার। যার ফলে আদালতের নির্দেশ না থাকলে রাজ্যে কোনও মামলা দায়ের করতে হলে সিবিআইয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়। তার পরও আদালতের নির্দেশে একের পর এক মামলায় এফআইআর করতে শুরু করেছে সিবিআই। যার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট আইনে সিবিআইকে এফআইআর করার আগে রাজ্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে।

পারস হেলথের নতুন মাইলস্টোন

গুরুগ্রাম, ২ মে: জন্মগত হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মেছিল একটি শিশু। গুরুগ্রামে পারস হেলথ সেই শিশুটির সফল চিকিৎসা করে চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নতুন মাইলস্টোন ছুঁয়েছে। বিশ্বে সবথেকে ছোট সদ্যোজাতর হার্টের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখিয়েছে পারস হেলথ। হার্টের জটিল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকরা সদ্যোজাত শিশুটিকে সুস্থ করে তুলেছেন। ১৮১৬ সালের পরে সারা বিশ্বে মাত্র ৮০৯টি এমন কেস এসেছিল। যা খুবই বিরল অসুখের মধ্যে একটি বলে ধরা হয়।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স বিষ্ণু কমার্স অ্যান্ড বিনিয়োগ প্রা. লি. (CIN : U45201WB1992PTC055747), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৩১০, গোপাল লাল টেগোর রোড শপ নং ৭, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৬ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কটক অধিক্ষেত্র অধীন "ওড়িশা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
বিষ্ণু কমার্স অ্যান্ড বিনিয়োগ প্রা. লি.
রাজকুমার আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০০৬৫৭০৯০

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মানব কমোডিটিজ প্রা. লি. (CIN : U51109WB1995PTC070063), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৩১০, গোপাল লাল টেগোর রোড শপ নং ৭, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৬ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কটক অধিক্ষেত্র অধীন "ওড়িশা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
মানব কমোডিটিজ প্রা. লি.
রাজকুমার আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০০৬৫৭০৯০

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

---

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows:- NIT No.- WBPWD/SEWEC/HED/NIT-11 (1st call) of 2024-25. Tender ID : 2024_WBPWD_688354_1. **Name of the Work** : Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 23 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 22 nos accommodation centers under Serampore PS under the jurisdiction of the Chandannagar Police commissionerate for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary General Election-2024 For details see website : **https://etender.wb.nic.in**.

Sd/- Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **(১) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-০৩, তারিখ ঃ ০১.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে বাঁদরের ভয় থেকে প্রতিকারের জন্য ওএইচই মাস্ট/পোর্টাল/টিটিসি-তে অ্যান্টিক্লাইম্বিং ডিভাইস অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর সংস্থান, লাইভ পার্ট ও আর্থ-এর শর্টিং থেকে প্রতিকারের জন্য এসটি, বিটি ও ৯টন ইন্সুলেটর-এ অ্যান্টি বার্ড ডিস্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর সংস্থান, আইসোলেটরে ১৮মিমি. কপার বাস বার অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর সংস্থান এবং পোর্টাল বুম-এর অভ্যন্তরে ইউভি প্রতিরোধী এইচডিপিই মেশ-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৪,৩৬,৬৭০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৪২,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৪। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **(২) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-০৪, তারিখ ঃ ০১.০৫.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে ৫৬টি ১০কেভিএ ও ৩টি ২৫কেভিএ অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার, ২৫কেভি/২৪০ভি-এর মেরামতি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১১,১৭,০২৭.০৭ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২২,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৪। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-104)**

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে)
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
আইবিএনএটি ফাউন্ডেশন (কোম্পানি) রেজিস্টার্ড অফিস প্রযত্নে শাহজাহান আহমেদ, গ্রাম মহম্মদপুর, পো. হাবাসপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা এমএসডি মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৫, ভারত সম্পর্কিত
.... দরখাস্তকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **মঙ্গলবার ২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"তেলেঙ্গানা রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

প্রযত্নে শাহজাহান আহমেদ, গ্রাম মহম্মদপুর, পো. হাবাসপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা এমএসডি মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৫, ভারত

দরখাস্তকারীর পক্ষে
আইবিএনএটি ফাউন্ডেশন'এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — মহম্মদ ইলিয়াস আলি, ডিরেক্টর
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪ — ডিন-০৯৮২৫৬৫৮

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১০.১১.২০০০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	**U01121WB2000PTC092582**
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	"রাইকভা" ৩এ, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০১০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩০.০৪.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৭.১০.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অনিল আগরওয়াল আইবিবিআই রেজি. নং - IBBI/IPA-001/ IP-P00270/2017-2018/10514
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ইউনিট নং ৫০৮, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭ ইমেল আইডি anil@avbassociates.co.in
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অফিস - মৌসুমী কো অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১ম তল, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯ ইমেল আইডি rajgariatpl@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০৫.২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে।
রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৪.০৫.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অনিল আগরওয়াল
আইআরপি -রাজগরিয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪ — রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
স্থান : কলকাতা — এএফএ বৈধ ২০.১১.২০২৪ পর্যন্ত

J.G.Chemicals Limited
Adventz Infinity @ 5, Unit No. 1511, Street No. 18,
BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Phone: +91 33 4415 0100 Email: cs@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 08th May, 2024, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2024.

For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Swati Poddar
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Kolkata
Date: 02.05.2024

The said notice is also made available to Company's website- www.jgchem.com and on websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nse-india.com

---

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩(১) (লিকুইডেশন রেগুলেশন) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (কোড) অধীনে সম্পদ বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি এর সম্পদসমূহ **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং " যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যেখানে আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** সারণিতে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত সারণিতে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। সাধারণের কাছ থেকে ব্যক্তিগত বা যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছ থেকে ডাক আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পদের তপশিল (লাখ টাকায়)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং জি-১, একতলা, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৯৮৪ বর্গফুট এসবিইউ, ৮০৭ বর্গফুট ঢাকা এলাকা, হুগলি : ৭১২২০১	২০.৫	২.০৫	০.৪১
২.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস রুম নং জি-২, একতলা, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৮৮৭ বর্গফুট এসবিইউ, ৭২৭ বর্গফুট ঢাকা, হুগলি : ৭১২২০১	১৮.৫	১.৮৫	০.৩৭

টেন্ডার আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ : ১৮.০৫.২০২৪, বিকেল ৫.৩০ টা
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৮.০৫.২০২৪। বিকেল ৫.৩০ । ডাকের শেষ তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪, দুপুর ২.৩০ টা। বিক্রয় নির্ধারিত প্রক্রিয়া নথি অনুযায়ী নিয়ম এবং শর্তাধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনে সম্পাদিত হবে।

১. লিকুইডেটরের যথেষ্ট জ্ঞাতব্য মতে উক্ত তপশিল অধীনে সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণিত, কিন্তু ঘোষণা মতে লিকুইডেটর কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য, বা উহ্য তথ্যর জন্য দায়ী হবেন না।
২. টেন্ডার দাখিলের পূর্বে সম্পদের এবং নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন বিষয়ে ডাকদাতাদের সন্তুষ্ট হওয়ার দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে। নথি দাখিল এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখের পরবর্তীতে আগ্রহী ডাকদাতারা সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের ক্ষেত্রে কোনও দায়বদ্ধতা, বন্ধক, বা কোনও সরকারি বকেয়া সম্পর্কে লিকুইডেটর দায় গ্রহণ করবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের সংশ্লিষ্ট নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ এবং দায়বদ্ধতা, বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে।
৩. আগ্রহী ডাকদাতারা "আরএনএস ইনফ্রা প্রা লি " এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে দাখিল করতে পারেন বা উক্ত সারণিতে উল্লিখিত শেষ তারিখে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার মারফত নিম্নোক্ত **আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি., অ্যাকাউন্ট নং ২১৮৬০০২১০০২৩৭১৯৪, আইএফএসসি কোড PUNB0218600** অ্যাকাউন্টে পাঠাতে পারেন।সমবায় ব্যাঙ্কের ড্রাফট হলে চলবে না।
৪. ডাকদাতাদের "**www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html**" টেন্ডার দাখিল এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের পূর্বে বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
কনকাভা রায়
লিকুইডেটর মেসার্স আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456

যোগাযোগের ঠিকানা : ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রা. লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭, **cirp.rnminfra@gmail.com**
নথিভুক্ত ঠিকানা - ৭৮ বোসপুকুর পূর্বপাড়া রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৭, **kanak1686@gmail.com**

রাজস্ব বৃদ্ধি ৬৫.৭% | পিবিটি বৃদ্ধি ১৫৭.৩% | পিএটি বৃদ্ধি ১২৯.৬% | ইবিআইডিটিএ বৃদ্ধি ৬৫.৯%

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

(₹ in million, except per share data)

		স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১,৫৬৫.১২	৩২,৯০৬.৩৮	৬,৫৯১.৩২	১৯,৮৫৬.১৭	১১,৫৬৫.১২	৩২,৯০৬.৩৮	৬,৫৯১.৩২	১৯,৮৫৬.১৭
২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	১১,৫৩৫.০৮	৩২,৮২০.৪৩	৬,৫৭৩.৫৭	১৯,৮০৩.০০	১১,৫৩৫.০৮	৩২,৮২০.৪৩	৬,৫৭৩.৫৭	১৯,৮০৩.০০
৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	১,০৮৫.৩৭	৩,১৯৪.৩৪	৭১৫.৯৬	১,৯২৫.৪৮	১,০৮৫.৩৭	৩,১৯৪.৩৪	৭১৫.৯৬	১,৯২৫.৪৮
৪	কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৪৬৩.৩৬	১,২১৫.১২	৩০২.৮০	৪৭০.৭৬	৪৭৫.৯৬	১,২৮৪.৯৫	৩৩১.২৫	৪৯৯.৩৪
৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	২৩৮.৯৯	৭৪৬.৮২	২০৮.৭০	৩২৭.০৮	২৫১.৫৯	৮১৬.৬৫	২৩৭.১৬	৩৫৫.৬৬
৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৪৭.৭৭	৭৪৪.৫০	২৩০.৬৬	৩৩৪.৭২	২৬০.৫৮	৮১৪.৪০	২৫৮.৯৬	৩৬৩.০৯
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৫.২৪	১০৫.২৪	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০৫.২৪	১০৫.২৪	১০২.৬৭	১০২.৬৭
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি		৮,৮০৬.৫৪		৭,৫৭৬.৯৪		৮,৮৭০.৯৬		৭,৫৭১.৪৬
৯(ক)	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক (টাকায়)-(ত্রৈমাসিক সময়ের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)	২.২৫	৭.০০	১.৯৫	৩.০৬	২.৩৭	৭.৬৬	২.২২	৩.৩৩
৯(ক)	শেয়ার প্রতি আয় - মিশ্রিত (টাকায়)-(ত্রৈমাসিক সময়ের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)	২.১০	৬.৫৩	১.৯৫	৩.০৬	২.২১	৭.১৪	২.২২	৩.৩৩

দ্রষ্টব্য :
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skipperlimited.com)-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২-০৫-২০২৪

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সজন কুমার বনশল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00063555

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

---

AGI GREENPAC
Focused Packaging Products Company

SOMANY IMPRESA GROUP

EBITDA	PBT	REVENUE
21%YoY 588 Cr.	12%YoY 340 Cr.	6%YoY 2421 Cr.

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2024

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended 31st March 2024	Preceding 3 months ended 31st December 2023	Corresponding 3 months ended 31st March 2023	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1a	Total income from operations	624.87	622.26	680.32	2,420.88	2,281.48
1b	Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)	156.05	153.38	195.51	588.28	487.51
2	Net profit from ordinary activities before tax	89.24	90.92	132.87	339.93	304.04
3	Net profit from ordinary activities after tax	64.58	67.12	95.84	251.33	248.68
4	Net profit for the period after tax (after exceptional /extraordinary items)	64.58	67.12	108.79	251.33	261.63
5	Other comprehensive income/ (expenditure) (net of tax)	(10.90)	(0.03)	(14.19)	(10.95)	(13.22)
6	Total comprehensive income	53.68	67.09	94.60	240.38	248.41
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year				1,552.59	1,344.56
9	Earning per share (before extraordinary items) (Continuing Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	9.98	10.37	14.81	38.85	38.45
	(b) Diluted (₹)	9.98	10.37	14.81	38.85	38.45
10	Earning per share (after extraordinary items) (Discontinued Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	-	-	2.00	-	1.99
	(b) Diluted (₹)	-	-	2.00	-	1.99

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 2nd May 2024.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended 31st March 2024 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 2nd May 2024

Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands: AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS HSIL LIMITED)
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: hsilinvestors@hsilgroup.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

বিরাটের থেকে অরেঞ্জ ক্যাপ কেড়েছে ঋতুরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রান করা কি অপরাধ? ভালো রান করে আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ জেতা কি অপরাধ? দু'টো প্রশ্নের উত্তরই না। চলতি আইপিএলে ১০ ম্যাচ খেলে ৫০৯ রান করেছেন সিএসকের অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। অরেঞ্জ ক্যাপ এখন তাঁর দখলে। অনেকের মতে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড় বিরাট অপরাধ করেছেন। কারণ, তিনি যে বিরাট কোহলিকে টপকে চলতি আইপিএলের অরেঞ্জ ক্যাপে থাবা বসিয়েছেন। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট কোহলির অনুরাগীরা ট্রোল করছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে।

ঋতুরাজের মতো বিরাট কোহলিও চলতি আইপিএলে ১০টি ম্যাচ খেলেছেন। তাতে কিং কোহলির সংগ্রহ ৫০০ রান। বিরাট ও ঋতুরাজ দু'জনই এ বারের আইপিএলে ১টি করে শতরান ও ৪টি করে অর্ধশতরান করেছেন। বুধ-রাতে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে সিএসকের ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ৪৮ বলে ৬১ রান করেন। তাঁকে বোল্ড করেন অর্শদীপ সিং। এই ইনিংসের সুবাদে চলতি আইপিএলের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন ঋতুরাজ। কিন্তু বিরাটের একদল ভক্ত তা মেনে নিতে পারেননি। যে কারণে তাঁরা ঋতুকে ট্রোল করেছেন।

চেন্নাই সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় গত বছরের আইপিএলের ৫০০-র বেশি রান করেছিলেন। সে বার তিনি ১৬টি ম্যাচে ৫৯০ রান করেছিলেন। তাঁর সর্বাধিক ছিল ৯২। এ বার সিএসকের আরও ৪টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। তারপর চেন্নাই প্লে অফে এবং ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলে আরও ২টি ম্যাচ পাবেন তিনি। তেমনটা হলে এ বারের আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক ঋতুই হতে পারেন।

এক ঝলকে দেখে নিন চলতি আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে থাকা প্রথম ৫ ক্রিকেটার কারা

ঋতুরাজ গায়কোয়াড়
চেন্নাই সুপার কিংস , ৫০৯ রান

বিরাট কোহলি
বেঙ্গালুরু , ৫০০ রান

সাই সুদর্শন
গুজরাট টাইটান্স , ৪১৮ রান

কেএল রাহুল
লখনউ, ৪০৮ রান

ঋষভ পন্থ
দিল্লি ক্যাপিটালস , ৩৯৮ রান

হায়দরাবাদ তুলল ২০১ রান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের লিগ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। সেই দলের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড় রান তুলল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। পাওয়ার প্লে-তে খুব বেশি রান না করলেও বড় রান তুলল তারা।

মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তুলল হায়দরাবাদ। ওপেনার ট্রেভিস হেড ৪৪ বলে ৫৮ রান করেন। অন্য ওপেনার অভিষেক শর্মা (১২) বড় রান করতে পারেননি। রান পাননি অনমলপ্রীত সিংহও (৫)। হেডের সঙ্গে জুটি গড়েন নীতীশ কুমার রেড্ডী। তাঁরা একসঙ্গে ৯৬ রান করেন। হেড আউট হওয়ার পর বড় রান তোলার দায়িত্ব নেন হেনরিখ ক্লাসেন। রেড্ডী এবং ক্লাসেন মিলে করেন ৭০ রান। রেড্ডী আটটি ছক্কা হাঁকান। ৪২ বলে ৭৬ রান করেন তিনি। ১৯ বলে ৪২ রান করেন ক্লাসেন।

ভারতীয় দলের চিন্তা বৃদ্ধি করলেন যুজবেন্দ্র চহাল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পর থেকে এখনও ১৫ জনের দলে থাকা কোনও ক্রিকেটার ভাল খেলতে পারেননি। সেই তালিকায় যোগ হল চহালের নাম। ৪ ওভারে ৬২ রান দিলেন তিনি।

বলিউডে এন্ট্রি নিতে চলেছেন কেকেআরের তারকা রাসেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্রেফ ক্রিকেটেই জীবন শেষ হয় না ক্যারিবিয়ানদের। বরং নিজের আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে অন্য জগতেও ঢুঁ মারতে দেখা যায় তাঁদের। ক্রিস গেইল থেকে ডোয়েন ব্র্যাভো, নিজেদের অন্য ভাবে মেলে ধরেছেন। এ বার সেই পথেই হাঁটতে চলেছেন আর এক ক্যারিবিয়ান ঝড়। আরও ভালো করে বললে শাহরুখ খানের টিমের অলরাউন্ডারের এন্ট্রি হতে চলেছে বলিউডে। কিং খান নিশ্চয়ই জানেন এই খবর। নাইট ভক্তদের কাছেও এ এক দারুণ খবর। এই মুহূর্তে কেকেআর রয়েছে মুম্বইয়ে। কাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলা আইপিএলের ম্যাচ। তার আগে আন্দ্রে রাসেল বলিউডের দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছেন। ব্যাপারটা কী? সিনেমা নয়, একটি মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা যাবে রাসেলকে। সেই ভিডিয়োর যিনি মিউজিক ডিরেক্টর, তিনিও আবার ক্রিকেটেরই লোক। পলাশ মুচ্ছল এই মিউজিক ভিডিয়ো বানাচ্ছেন। যিনি আবার স্মৃতি মান্ধানার প্রেমিক। সারা ক্রিকেট দুনিয়া পলাশকে চেনেন। সেই পলাশই পরবর্তী ভিডিয়োতে নিয়েছেন রাসেলকে। 'লড়কি তু কামাল কি' নামের মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা যাবে রাসেলকে। কোন ভূমিকায়, তা অবশ্য এখনও ভাঙেননি পলাশ।

আন্দ্রে রাসেল কেকেআরের অত্যন্ত জনপ্রিয় ক্রিকেটার। দীর্ঘদিন খেলছেন বেগুনি জার্সিতে। তাঁর খারাপ সময়ে শাহরুখ পাশে ছিলেন, এ কথাও একবার বলেছিলেন রাসেল। এ বারের আইপিএলে দুরন্ত পারফর্ম করছেন রাসেল। ব্যাট-বল হাতে বেশ সফল। কেকেআরকে ১০ বছর পর আবার চ্যাম্পিয়ন করার জন্য মরিয়া রাসেল অ্যান্ড কোং। তারই মাঝে রাসেলকে নিয়ে অন্য খবর তাঁর ভক্তদের বেশ উৎসাহিত করে তুলেছে। অনেকেই জানতে চাইছেন, পলাশের মিউজিক ভিডিয়ো কবে রিলিজ করবে। ৯ মে পলাশের মিউজিক ভিডিয়ো বেরোবে।

ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পরের ধাপ জানালেন ঋষভ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঋষভ পন্থ ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতেন ভারতীয় দলের হয়ে খেলার। এক দিন সেই স্বপ্ন সত্যি হল। তার পরের ধাপটা কী? নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন পন্থ। ভারতীয় উইকেটরক্ষক আইপিএলের সম্প্রচারকারী সংস্থাকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানেই পন্থ দিলেন তাঁর স্বপ্নের হদিস।

পন্থ জানিয়েছেন তাঁর স্বপ্নগুলি কী ভাবে বদলে গিয়েছে। তিনি বলেন, কিছু স্বপ্ন হয় যা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখি। আর কিছু স্বপ্ন হয় যা জীবনের চলার পথে তৈরি করতে হয়। নিজেকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে হয়।দ ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর নিজেকে এ ভাবেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পন্থ।

নিজের জীবনের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে এই কথার অর্থ বুঝিয়েছেন পন্থ। তিনি বলেন, তছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম ভারতের হয়ে খেলার। সেটা এক দিন সত্যি হল। তখন মনে হল এ বার কী? নিজেকের নতুন স্বপ্ন দেখাতে হবে। তাঁর গলায় তখন নিজেকে পরীক্ষার মুখে ফেলে দেওয়ার দৃঢ়তা।

পন্থ মনে করেন নিজেকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে না পারলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, তজীবনে নিজেকে ছোট ছোট লক্ষ্য দেওয়া জরুরি। এতে নিজেকে উজ্জীবিত রাখা যায়। আর এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পন্থের মনে হয় ক্রিকেট একটা যাত্রা। তিনি বলেন, ক্রিকেট কোনও লক্ষ্য নয়। ভারতের হয়ে খেলাটাও কোনও লক্ষ্য নয়। এটা একটা যাত্রা। এ বারের আইপিএলে ১১টি ইনিংসে ৩৯৮ রান করেছেন পন্থ। স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৫৬। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। গাড়ি দুর্ঘটনার ১৬ মাস পর ভারতীয় দলে ফিরলেন পন্থ।

হার্দিকের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নখ বুমরা কেন ডেপুটি নন, ইরফান জবাব চাইলেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোহিত শর্মার পরবর্তী যুগে কে সামলাবেন ভারতীয় টিমের দায়িত্ব? নতুন প্রজন্মের একঝাঁক নাম উঠে আসছে। কিন্তু বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত অবাক করে দিচ্ছে। একাধিক যোগ্য নাম থাকা সত্ত্বেও কেন বোর্ড হার্দিক পাণ্ডিয়াকেই ডেপুটি বেছে নিল রোহিতের, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁদের স্পষ্ট কথা, যিনি চোটের কবলে পড়ে মাঠের বাইরে থাকেন অধিকাংশ সময়, তাঁকে ভারতীয় টিমের সাদা বল ফর্ম্যাটের নেতা ভাবা যায় না। জসপ্রীত বুমরার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন ভাবা হল না ডেপুটি হিসেবে? বুমরার প্রতি অবিচার আরও একবার করা হল?

সবচেয়ে বড় কথা হল, হার্দিকের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। তিনি ইরফান পাঠান। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, 'এর আগে হার্দিক ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন হয়েছে। কিন্তু রোহিতকে পরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের পর ভারতের নতুন পরিকল্পনা নিশ্চিত ভাবেই থাকবে। হার্দিক, সূর্যকে নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। কিন্তু হার্দিকের পারফরম্যান্স, ধারাবাহিকতা, দায়বদ্ধতা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থাকছেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলাটা কিন্তু দেশের হয়ে খেলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। চোট-আঘাত থাকবেই। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখতে হয়। কিন্তু একটা প্লেয়ার, চোট থেকে ফিরে সে সব না করেই জাতীয় টিমে ঢুকে পড়ল। এটা ঘটনা ঠিক নয়। এমন ঘটনা কিন্তু টিমের বাকিদের কাছে একটা খারাপ বার্তা পৌঁছে দেয়। কাউকে বিশেষ সুবিধা দিলে টিমের পরিবেশ নষ্ট হয়।'

এফআইএইচ-প্রো লিগ ২০২৩-২৪-এ অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের সালিমা টেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলজিয়াম এবং ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আসন্ন এফআইএইচ-প্রো লিগ ২০২৩-২৪ এর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হকি খেলোয়াড় সালিমা টেটেকে ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই সালিমা টেটে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একজন কর্মীও। এর আগে একাধিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং চিনে অনুষ্ঠিত ১৯তম এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী ভারতীয় মহিলা হকি দলের সদস্যও ছিলেন।

সম্প্রতি ৬ষ্ঠ হকি ইন্ডিয়া বার্ষিক পুরস্কার ২০২৩-এ মহিলা বিভাগে ২০২৩ সালের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য হকি ইন্ডিয়া বলবীর সিং সিনিয়র পুরস্কারে ভূষিত হন। সালিমা টেট ছাড়াও এই টুর্নামেন্টের জন্য ভারতীয় মহিলা হকি দলের ২৪ সদস্যের দলে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আরও তিনজন খেলোয়াড়কে নির্বাচিত করা হয়েছে। এঁরা হলেন নিকি প্রধান, সঙ্গীতা কুমারী এবং দীপিকা সোরেং। দক্ষিণ-পূর্ব রেল তাদের এই খেলোয়াড়দের জন্য অত্যন্ত গর্বিত এবং সাফল্য কামনা করে।

বিশ্বকাপের আগে চিন্তার কারণ বিরাটের স্ট্রাইক রেট কোহলির নাম না করে বুঝিয়ে দিলেন রোহিত

নজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন বিরাট কোহলি। ১০ ম্যাচে ৫০০ রান করে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরাট আইপিএলের ইতিহাসে সব থেকে মন্থর শতরান করেছেন। তার পর থেকেই সারা দেশে তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। সুনীল গাওস্কর সমালোচনা করেছিলেন। এ বার বিরাটের নাম না করে একই কথা শুনিয়ে দিলেন রোহিত শর্মাও। যদিও অধিনায়কের সঙ্গে একমত নন প্রধান নির্বাচক। অজিত আগরকর মনে করেন, বিরাটের স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়।

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রোহিত এবং আগরকর। সেখানেই বিরাটের স্ট্রাইক রেট নিয়ে দু'জনকে দু'রকম বলতে শোনা যায়। এ বারের আইপিএলে পাওয়ার প্লে-তে দ্রুত রান করছেন বিরাট। কিন্তু মিডল ওভারে তাঁর রানের গতি কমে যাচ্ছে। তিনি পুরো ২০ ওভার খেলার চেষ্টা করেন। বিরাট নিজেও আইপিএলের মাঝে স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিরাটের নাম না নিয়ে রোহিত বলেন, তআমাদের মিডল ওভারে দ্রুত রান করা নিয়ে ভাবতে হবে। টপ অর্ডার ভাল রান করছে। খুব খারাপ করছে না তারা। সেখানে আমাদের বিকল্পও আছে। কিন্তু মিডল ওভারে আমাদের এমন কাউকে প্রয়োজন, যে নেমে বড় শট খেলতে পারবে। রানের গতি বৃদ্ধি করতে পারবে। কে বল করছে না ভেবে চালাতে পারবে। সেই কারণেই শিবম দুবেকে দলে নেওয়া হয়েছে।দ

ভারতের যে ১৫ জনের দল বেছে নেওয়া হয়েছে সেখানে রোহিত শর্মা এবং যশস্বী জয়সওয়াল রয়েছেন ওপেনার হিসাবে। আইপিএলে ওপেন করলেও বিরাটকে ভারতীয় দলে হয়তো তিন নম্বরে খেলতে হবে। সে ক্ষেত্রে মিডল ওভারে রান করার চাপটা বিরাটকে নিতে হবে। রোহিতের চিন্তা সেটা নিয়েই। সেই কারণেই শিবমকে দলে রাখা হয়েছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক।

রোহিতের উল্টো সুর নির্বাচকের গলায়। তিনি বিরাটের স্ট্রাইক রেট নিয়ে ভাবছেনই না। তাঁকে সেই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আগরকর বলেন, তবিরাটের স্ট্রাইক রেট নিয়ে আমাদের কোনও আলোচনাই হয়নি। আইপিএলে দারুণ ফর্মে রয়েছে ও। বিরাটের স্ট্রাইক রেট নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণই নেই।

২ জুন থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মঙ্গলবার ১৫ জনের দল ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই দল নিয়েই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন রোহিত এবং আগরকর। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ রয়েছে ৯ জুন।

'গোপনে' টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেনি পাকিস্তান। তারা জানিয়েছে, ইংল্যান্ড সিরিজ ের পরেই তা ঘোষণা করা হবে। এর মধ্যেই সমাজমাধ্যমে ঘুরতে শুরু করেছে পাকিস্তানের দলের একটি ছবি। বিশ্বকাপের দল ফাঁস হয়ে গিয়েছে কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে ১ মে-র পর থেকেই একটি ছবি ঘুরতে শুরু করেছে। সেখানে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া ১৫ ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। সেই দলের অধিনায়ক বাবর আজম। সহ-অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। সেই দলে ইমাদ ওয়াসিম এবং ম্যাচ গড়াপেটাকাণ্ডে অভিযুক্ত মহম্মদ আমিরের নামও রয়েছে।

শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হ্যারিস রউফ রয়েছেন দলে। অভিজ্ঞ ফখর জমান এবং অলরাউন্ডার হিসাবে শাদাব খান ও সলমন আঘার নাম রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার হিসাবে বাদ পড়েছেন ইফতিকার আহমেদ। জমান খান, আজ ম খান এবং মেহরান মুমতাজকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে।

তবে অনেকেরই ধারণা, এই দল নেহাতই সমর্থকদের মনগড়া। কোনও ভাবে তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে 'ভাইরাল' করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, অনেক দেশই ১ মে-র মধ্যে দল ঘোষণা করেছে। তবে তা আসলে প্রাথমিক দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করতে হবে ২৪ মে-র মধ্যে। এখন ঘোষিত দলের যে কোনও ক্রিকেটারকে পরিবর্তন করতে পারবে প্রতিযোগী দেশগুলি। তার জন্য কোনও কারণ দেখাতে হবে না। নিতে হবে না কোনও অনুমতিও।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**